রক্তদন্তা

বা

আমাদনগর-পতন।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য)

শ্রীন[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

" यस्मीनः स्वलक्ष्मीविलासभवमत्तं पातु पतिव्रालवान्
चौर्यं मत्तुणपञ्जरे निपतितः ————"

(वेणीसंहारम् ।)

আল্‌বার্ট প্রেস্।
৪৬ নং শিবনারায়ণদাসের লেন, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
বাহির সিমলা,— কলিকাতা।

মাঘ,—১২৮৬

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দিল্লির সম্রাট।

আকবরের প্রধান তনয়।

(মৃত বৈরাম খাঁর পুত্র) আকবরের সেনাপতি।

নিজামের সেনাপতি।

বিজয়নগরাধিপতি মৃত রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র (ছদ্মবেশে)

মৃত রামচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র।

মন্ত্রী, দূত, সৈন্যগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বিজয়নগরাধিপতি মৃত রামচন্দ্রের বিধবা পত্নী (ছদ্মবেশে)

চাঁদসুলতানি — আমাদনগরের মৃতনিজাম মর্ত্তজার দুহিতা।

আর্য্যলক্ষ্মী ও যোগিনীগণ।

ভক্তিভাজন, পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

মহোদয়ের

কর কমলে

আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

সহিত

রঙ্গমালা

অর্পিত হইল।

শ্রীবজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা

১লা মাঘ। ১২৮৬

রক্তদন্তা

বা

আমাদনগর পতন।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আমাদনগর—নিজামদুর্গস্থ গুপ্ত দ্বার।

দ্বার রক্ষার্থ দুই জন সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান।

প্রথম সৈনিক।—

আজিও পড়িলে স্মৃতিপথে অত্যাচার
ভয়ঙ্কর তা'র,* কাঁপে অঙ্গ থরথরি ;—

---

* Ram Raja, the reigning monarch of Beejeynugur in the middle of the sixteenth century, had recently wrested several districts from Beejapore; he had also overrun Telingana, blockaded the capital, and constrained the king to make large concessions. *Marshman's History of India.*

নহে ভয়ভীত। ভয়?—কিসের? যাহার
ভ্রূভঙ্গ কুটিল সদা সকম্পে নেহারি,
পূজয়ে চরণদ্বয় ভীরু পাপী জনে,
কভু না কল্পনাকারে,—শূন্য স্বপ্নাবেশে
লভিয়াছে অধিকার এ হৃদিকন্দরে
তাহা। বাল্যকাল হ'তে আমি' দূরদেশে
বিসর্জ্জিয়া চিরতরে মমতা-রতনে,—
স্নেহময়ী জন্মভূমি জননী, স্বজন,
পরুষ পাষাণে দৃঢ় বাঁধিয়াছি হিয়া,
মহম্মদী সত্য ধর্ম্ম প্রচারিতে বর্দ্ধিতে
জগৎ-ভিতরে শুধু; মস্তকে ধরিয়া
কোরাণ পবিত্র গ্রন্থ—হস্তে তরবার,
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাডোরে হয়েছি আবদ্ধ—
'ধরম বিস্তৃতি কিম্বা কাফেরসংহার।'
তবে যদি জিজ্ঞাসহ কিসের কারণে
শিহরে শরীর মম,—আর কিছু নয়,—
—দুরাচার রাক্ষসের দৌরাত্ম্য-স্মরণে
জ্বলন্ত ক্রোধহুতাশ সহসা হৃদয়ে
আক্রমে অমনি আসি, ধমনীভিতরে
বহে খরবেগে তপ্ত সুতরল স্রোতে

জাতীয় বীরত্ববার্ত্তা কীর্ত্তিতে বিমুখ
বল কোন মূঢ় ?—তাহে স্বজাতীয় তুমি ;
এখনি বারিব তব কৌতূহল-তৃষা
বিবরণ-বারিদানে। শুন—(সহসা সচকিতে)
—ওকি !—ওকি !
কেবা বাজিপৃষ্ঠে ভ্রমিতেছে দুর্গমধ্যে
এ নিশীথ কালে ! ওই শুন ক্ষুরধ্বনি
স্পষ্টতর এবে। ছেদি বন্ধরজ্জু,—ত্যজি'
মন্দুরা সবেগে বাহিরিল নিশাকালে
অকালে লভিতে বুঝি কালের আতিথ্য !
যন্ত্রিত নূতন নীতি কিম্বা রাত্রিমধ্যে !
নহে অসম্ভব। বিধি কালের বিধানে
অবশ্য বিহিত সংসাধিতে সুসাধন।
কর্ত্তব্য পালন কিন্তু করিব আপন —
(কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)—
কে তুমি এ নিশাকালে ভ্রমিছ এ ভাবে
যামিনীর শান্তি নিদ্রা করিতে ভঞ্জন ?
তিষ্ঠ ! প্রত্যুত্তর শীঘ্র !—নতুবা অচিরে
দণ্ডিত হইবে রাজদণ্ডের বিধানে।
[নেপথ্যে—'জয় নিজামের জয়' গাও একতানে]

যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে চান্দাসুলতানীর প্রবেশ।

সৈনিকদ্বয়।—(অভিবাদন করিয়া)—

নিজামের জয়কেতু উড়ি'ছে গগনে

ওই উড়ি'ছে গগনে।—

প্র-সৈ। সাহাজাদি। যদি দাসে প্রদান অভয়,

নিবেদি শ্রীপদে তবে হৃদয়-বাসনা—

সুলতানী। বুঝে'ছি বাসনা, বৎস! প্রশ্নের আভাসে,

তব। ভাল, তদুত্তরে কহিব যে সার

বাণী, সযতনে সবে রাখিবে মানসে

গাঁথি';—আমাদনগরে বিপদ অপার

এবে। বন্যযূথনাথে বধিলে শিকারী,

যথা মত্তগজযূথ প্রতিহিংসাপর,

ত্যজিয়া আহার নিদ্রা, দিবস শর্ব্বরী

ভ্রম'য়ে ঘাতুক পাছে খুঁজি' নিরন্তর

রক্ষ্য সংহারিতে তা'রে;—রূপে সে ভীষণ

ভ্রমি'ছে যতেক হিন্দু নিজাম-জিঘাংসু

এবে, প্রতিবিধানিতে অন্যায় নিধন

শুধু রামের, সমরে।* হায়! সহস্রাংশু

* The growing power of Ram Raja gave just alarm to the Mohamedan kings of Beejapore, Ahmednugore, Golcunda and

বিশীর্ণ যেন রে, বৎস ! তাঁদের নেহারি
আরক্ত মুখ বরণ ;—তেঁই দিননাথ
অনুদিত দিনত্রয়, বদন আবরি'
কালমেঘাম্বরে সদা অশ্রুবৃষ্টিপাত
করি'ছে বিলাপি,' বৎস ! কিবা সর্ব্বনাশ
ঘটে নিজামের রাজ্যে—ব্যাকুল চিন্তিয়া ;
আজি সপ্ত দিন ধরি' ক্রমে প্রজানাশে
ক্ষীণ এ নগর, হায় ! রোধিবারে নারি
এ বিষম মহামারী শত প্রতিকারে ।
ভ্রমি'ছে পামর সবে প্রচ্ছন্ন আকারে,
বিচরে পাপরাক্ষস যথা এ সংসারে
নানা ছলে ছলিবারে মোহান্ধ মানবে ।

Beder and they resolved to suspend their mutual jealousies and form a general confederacy to extinguish it. This was nothing less than a conflict for supermacy between the Hindu and Mahomedan powers in the Deccan. The great and decisive battle was fought on the 25th of January 1565, at Tellicotta, about twenty miles north of Beejoynugur, and terminated in the total defeat and capture of the Raja, and the slaughter, according to the Mahomedan historian, of 100,000 infidels. The aged Raja (then seventy years of age) was put to death in cold blood, and his head was preserved as a trophy at Beejapore, and annually exhibited to the people for two hundred years on the anniversary of his death.

Marshman's History of India,—PART I. CHAP. IV

(ক্ষণপরে)—

প্রলয় পয়োদ সম ভীমদ্রোহিদলে
বিতাড়িয়া সদর্পেতে নিশ্বাস-প্রবাহে,
শেষে হীনবল ধীর সমীরণ সম
অহো! ধূমপুঞ্জে হেরি। অবশ্য ঘুচা'ব
অচিরে এ অপবাদ। নতুবা এ অসি—
এ ভীম ফলক, যথা পালিত ভুজঙ্গ,
দংশিবে চান্দার বক্ষে,—রক্ষিকা তাহারি।

(অশ্ব ফিরাইয়া)—

সতর্কে আপন কার্য্য করিবে পালন।

[প্রস্থান।

উভয় সৈ। প্রস্তুত জীবন তাহে করিতে অর্পণ।

প্র-সৈ। নিজামের সিংহাসন ধন্য এত দিনে।

পুনঃ। যেই দুরদিনে হরিল অকালে
নিজাম বংশাবতংসে* নৃশংস শমন,
কম্পিত সদাই, ভাই, মর্ম্মভেদীজ্বরে
নিজামের রাজাসন সেই দিন হ'তে;
সে বিষম পীড়া কেহ নারিল শান্তিতে।
ভাবিল সকলে বুঝি রসাতলশায়ী

* Boorhan Nizam Shah.

হইল রে চিরতরে আমাদনগর।
মোহান্ধ তখন সবে—কি আশ্চর্য্য কিন্তু!—
ভাবিল-না কেহ, হায়! ক্ষণেকের তরে
অক্ষয় এ ক্ষিতিতলে সত্যের উন্নতি।
সুস্থির সে সিংহাসন এত দিন পরে,
সুস্থির নিজামরাজ—সুস্থির সকলে;
দারুণ অস্থির তেজে অরির হৃদয়
জ্বরিছে কেবল এবে। কিন্তু কি শুনিনু
অমঙ্গল বার্ত্তা আজি! কোথায় অবাধে
পালিবে আপন রাজ্য চান্দা রাজেশ্বরী;
নির্ম্মল আকাশে পুনঃ পৌর্ণমাসী-শশী
বিকাসিবে পূর্ণকল, তা' না;—আক্রমিল
আসি'—হায়! এবে ভীম পরাক্রম-রাহু
সহসা সে শশধরে! নিশ্চয় বুঝিনু
সুস্থিরা নহেক আর লক্ষ্মী সুলক্ষণা
আমাদকুলের এবে। এত দৃঢ়ব্রত
প্রতিজ্ঞা-পালনে মূঢ় হিন্দুগণে চির
ভাবি নাই কভু মনে।

দ্বি-সৈ।— উন্মত্ত মাতঙ্গ

সম হিন্দুগণ কেন বুঝিতে না পারি।

নিহত সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়-ঈশর
সধর্ম্ম আহবে যদি, যশের গৌরব
তা'ত জানি ভালমতে। তবে কেন মত্ত
সবে প্রতিশোধিবারে মৃত্যু তা'র ? কহ
তা' প্রকাশি', প্রিয়বর : সমুদিত-প্রায়
প্রাচীন প্রাচীরে ওই এবে শুক্রগ্রহ,
ভ্রমি'ছে ক্রমশঃ দেখ, প্রতীচী-সাগরে
বিশ্রামের তরে সবে সপ্তমুনিগণ
পরিশ্রান্ত বেদগানে। এখনিত, ভাই !
ধ্বনিবে প্রহর-তূর্য্য দুর্গের ভিতরে,
বিচ্ছিন্ন হইব দোঁহে বারভঙ্গে নিজ।
কে আর শুনাবে বল যতন করিয়া
সে সংবাদ, প্রিয়ম্বদ ? দহিবে হৃদয়ে
দুর্ব্বিসহ কৌতুহল-বিষ নির—ওহো—

(অকস্মাৎ পতন ও মৃত্যু)

প্র-সৈ।—(সবিস্ময়ে)—

এঁ্যা !—একি ! অকস্মাৎ কি বিপত্তি ! অহো !
ভূপতিত কি কারণে সহসা সৈনিক।
না পারি বুঝিতে কিছু

(বিনত হইয়া সৈনিকের বক্ষঃস্থলে শর দর্শন করিয়া)

এঁ্যা। একি! শর।
রে কাফের! অন্তরাল হইতে স্পর্দ্ধিলে
কি হ'বে, রে ভীরু! আয় সম্মুখেতে
দেখি রে বীরত্ব তোর;—আয়, নরাধম!

নিষ্কোষিত অসি হস্তে বেগে স্থরেন্দ্রের প্রবেশ।

স্থরেন্দ্র।—অবশ্য পূর্ণিব তোর সমর-কামনা
ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আজি। ধর্ নিজ অস্ত্র
তোর। দেখিস্ সতর্কে, হারিলে মরণ
নিশ্চয় জানিবি আজি—

(উভয়ের অসিযুদ্ধ। পরাভূত হইয়া যবনের পলায়নোদ্যোগ)

স্থরেন্দ্র।—(পলায়মান যবনকে ধৃত করিয়া)—
এই কি সাহস,
যবন-বীরেন্দ্র! তোর! না ক্ষমিব তোরে।
উন্মুক্ত নরকদ্বার আজি তোর তরে।

(খড়্গাঘাতে যবনের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া উভয়ের মৃতদেহ পরিখা জলে নিক্ষেপণ)

যে বিষমানল সবে ক্ষত্রিস-হৃদয়ে
করেছিস্ প্রজ্বলিত দারুণ জ্বলনে,
না পারিবে নির্ব্বাপিতে শত যবনের

শোণিত-সাগর তারে। দেখিব অচিরে
কতদূর বীর্য্যবতী চন্দা সুলতানী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আমাদনগর—রাজসভা।

সম্মুখস্থ রাজসিংহাসনে চান্দাসুলতানী আসীনা,
পার্শ্বে অনুচরবর্গ।

চান্দা।—মন্ত্রিন্‌!

বিষম বিদ্বেষানল হিন্দু-মুসল্মানে
অনিবার্য্য চিরকাল। কিন্তু সে অনল
বৈর-নির্য্যাতনস্পৃহা-আহুতি-ইন্ধনে
অসহ্য-বিক্রম ক্রমে। সহজ-সবল
নিজামের সেনাচমূ নেহারি বিমুখ,
সম্মুখিতে ন্যায়রণে দুরন্ত অরাতি;
তেঁই হেন অত্যাচারে ছদ্মাকার ধরি
পীড়িছে আমাদপুরে নিত্য দিবারাতি।
একে একে শতাধিক বিনষ্ট জীবনে
গুপ্ত প্রহরণে এবে; গতায়ু যখন

সমস্ত সৈনিক, হায়! সামান্য কারণে
হেন, বল কে রাখিবে নিজাম-ভবনে,
যবে ভীম্ন-আক্রমণে দুর্গ অবরোধি
স্পর্দ্ধিবে সম্মুখরণে রিপু মহাবল?
স্বার্থসংরক্ষণে মাতি সবলে বিরোধি
রোধিবে তখন কেবা বিভাবসুবল
মরিতে পতঙ্গ সম? ভাবি দেখ মনে
কি ভীষণ দুল্লিখন ভাবী দৃশ্যপটে
নিজাম-রাষ্ট্রের এবে, হে সচিব-শ্রেষ্ঠ!

সচিব।—সত্য বটে হীনবল শত্রু-প্রহরণে
ক্রমশঃ নিজাম-সেনা, কিন্তু সে কারণ
বিপদ-আশঙ্কা কভু আমাদ-ভবনে
সম্ভবে না, সুভাবিনি! ভাবি দেখ মনে,
কে পারে শোষিয়া, মাতঃ! ভীম রত্নাকরে
গণ্ডূষবারি-সেচনে রত্নে লভিতে
হৃদয়-শোভন তা'র? তুঙ্গ শৃঙ্গধরে
কিম্বা শিলাখণ্ডে ভঙ্গে পারে নোয়াইতে
কেবা ভূতল সমান?—আমাদ নগর
এই,—দেখ, সুদর্শনে, সুদৃঢ় বেষ্টিত
দুর্জ্জয় উচ্চ প্রাচীরে, দুর্গম,—ভূধর—

পুঞ্জ নীলগিরিসম ; অরাতি-চেষ্টিত
নিশ্চয় নিষ্ফল, ইথে জেন বিধিমতে।
তবে কি কারণ, মাতঃ, ডর হিন্দুগণে
হীনবল ?—

চান্দা।— হ'ক হীনবল যোধবলে
নিজামের সম, নাহি দুর্গ সুদুর্গম,
বেষ্টিত প্রাচীরদলে ভূধর-শিখরে।
কিন্তু একে একে যেন জ্বলন্ত অনল।
অক্ষুন্ন প্রভাব কার সাধ্য প্রতিরোধে ?
অতল সাগর-গর্ব্ভে দুর্ল্লভ রতনে
শুনেছি স্পর্শিতে কেহ পারে না কখন ;
কিন্তু বল দেখি,—দীপ্ত বাড়ব-অনল
অনিবার্য্য তৃষা-হেতু করিয়া শোষণ
জলরাশি যবে, ভস্ম-অবশেষে জ্বালে
রতন-নিকরে, কিম্বা শত ধূমকেতু
প্রচণ্ড মূরতি ধরি দাবানল যবে
অভ্রভেদী গিরিবরে গ্রাসে অবিরত ;
কে আসে রোধিতে তা'র দুরন্ত প্রভাবে ?
এই ত নিজাম-দুর্গ প্রবেশিতে পরে
না পারে কখন, তবে হেন কোন্ গুণে,

কিবা মহাবলে প্রবেশিল রিপুগণ
ভিতরে ইহার ?—নহে কামচর তা'রা,
কিম্বা গরুত্মান্, তবে কোন্ দৈব বলে
দুর্লংঘ্য প্রাকারে তরি, দুর্গ-অভ্যন্তরে
নিঃশব্দ নিশীথকালে পশিল আসিয়া,
কহ তা' সচিব। কহ, প্রকাশিয়া কহ,
কি লয় মানসে তব অবসাদ ত্যজি'
অবিলম্বে ? অবলম্বি সুচারু উপায়
কিবা পারি বিমুখিতে, সম্মুখ বিপদ-
স্রোতে ? নতুবা এখনি ডুবিবে অচিরে
সুচারু আমাদপুর অতল সলিলে ;
নিজাম-গৌরব-রবি উপাড়ি' সবলে
পড়িবে মলিন মুখে গগন হইতে
চিরতরে। হায়, তবু নিরুত্তর !—ধিক্ !
ঐশ্বর্য্য, গৌরব, রাজ্য, দুর্লভ রতনে
জলাঞ্জলি প্রদানিতে বসিয়াছ সবে,
হায় ! তবু অচৈতন্য,—অলস, মোহান্ধ,
এখন !—ওঃ ! কাপুরুষ মিলি' যত সবে
পেষিছে আমাদপুরে, রচিয়া কুচক্র,
করিয়াছ মনে মনে। পালিলা যে জন,

তাহারি অপায়-চিন্তা করিছ সকলে!
এই কি গুরুর দীক্ষা?—জাতীয় একতা?
দীক্ষিলা কি শিক্ষা দিয়া যাজক তোদের
যজন সময়ে, ভীরু? কি প্রতিজ্ঞা-ডোরে
বাঁধিয়া হৃদয়ে নিজ, ভীম-তরবার
ধরিলি মস্তকে তবে? ভুলিলি কি এবে
বসতি তোদের কোথা? কোন্ দূরদেশে?
কি হেতু দুর্গম পথ, দুর্লঙ্ঘ্য ভূধর,
অগ্নিময়ী মরুভূমি, দুর্ভেদ্য কানন,
সুদুস্তর নদ নদী অতিক্রমি সবে
আসিলি এ দূরদেশে;—দেখ ক্ষণ ভাবি!

মামুদের প্রবেশ।

কি সংবাদ, কহ প্রকাশিয়া, বৎস!—শুভ?
উৎফুল্ল নয়ন তব হাসিয়া সদাই
প্রকাশিছে সুসংবাদ।

মামুদ।— সত্য অনুমান;
শ্রীপদ-প্রসাদে, মাতঃ! কৃতার্থ কিঙ্কর
আদেশ-সাধনে তব। ওই দেখ, দেবি!
সুদক্ষ রক্ষক সবে, সে নর-রাক্ষসে
আনিছে সবলে টানি', শিকারী যেমন

বন্য সারমেয়ে, যবে করয়ে ধারণ।

চান্দা।—কি বলিয়া আশীষিব, বীরেশ! তোমারে
সর্ব্বতঃ বিজয়লক্ষ্মী করিয়া অর্জ্জন
নিজাম-গৌরব, বৎস, করহ বর্দ্ধন।

সুরেন্দ্রকে লইয়া কয়েক জন রক্ষকের প্রবেশ।

সুরেন্দ্র।—(সুলতানীকে নির্দ্দেশ করিয়া শ্লেষবাকে)
এই কি সে বীরেন্দ্রাণী চান্দা সুলতানী?
বিস্তৃত ভারতে যা'র বীরত্ব-কৌমুদী?
হা-হা, বীরনারী বটে। মরি! মূর্ত্তিমতী
একাধারে শৌর্য্য-বীর্য্যরাশি! উজলিছে
কাল মেঘে যেন বা বিজলী। বার দিয়া
বসিয়াছে রাজরাজেশ্বরী বিচারিতে
পাপীজনে!

সুল।—(সবিস্ময়ে স্বগত) আশ্চর্য্য সাহস! বাচালতা
মর্ম্মস্পৃক্! তীক্ষ্ণ বাক্-বাণে হরি' মম
বিবেক, বিচার-মূঢ় করিল এ মূঢ়
মোরে। শিকারী কুক্কুরে যথা মুখ-ভঙ্গে
ভীরু ফেরু সন্নিকটে যবে মৃত্যু তা'র।
কিন্তু ক্ষমিব না নরাধমে। (প্রকাশ্যে) দুঃসাহসি!
কাফের-অধম! মন তব কাঁদিছে না

প্রিয়জন-তরে ? দেখ ! এখনি শোণিত
তোর, পিয়া এই অসি নাশিবে পিপাসা—

সুরে।—(শ্লেষবাক্যে)—

এই জন্য ?—হা—হা ! সত্য অনুমান বটে !
রাজেশ্বরী ভিন্ন কা'রে এ বুদ্ধি অহিবে ?
আশ্রয়ে কি প্রতিচ্ছায়া পঙ্কিল সলিলে
কভু ? রাজরাজেশ্বরী চান্দা সুলতানী,
রাজলক্ষ্মী নিজামের, বীরত্বে উপমা-
হীনা, বুদ্ধিমূর্ত্তিমতী,—বিচার-কৌশল
সুশোভন হেন পারে কেবা প্রকাশিতে
ভিন্ন সে শোভনা ?

সুল। হিন্দুকুলাধম ! মূঢ় !

জন্মেছ কি ভবধামে অমর হইয়া ?
তাই রে, হানিছ তীক্ষ্ণ শ্লেষশর আজি
শমনদূতীরে তোর ? কোন দৈববলে
বলী,—বল তা' প্রকাশি' শুনি। কিম্বা কোন্
ছলে বাখানিছ বৃথা দম্ভ। সমুদ্যত
এই দেখ তব রক্ত-পানে অসি মম।

সুরে।—(সদর্পে)

সুলতানি ! নিজ জাতিধর্ম্মে প্রকাশিছ

হেন মর্ম্ম কাপুরুষোচিত। ক্ষত্রবীর
কিন্তু কভু ভ্রান্তিক্রমে ভাবে না তাহারে
মনে। এ জঘন্য ভাব জঘন্য যবন-
পূজ্য, কিন্তু বীর ক্ষত্রপুত্র নিক্ষেপয়ে
দূরে তা'রে বাম পদাঘাতে। ম্লেচ্ছরক্তে
সিঞ্চি পৃথ্বীতল, প্রশমিয়া হৃদিজ্বালা
ভারত-মাতার, যান যেই পূতবপুঃ
চির-শান্তি-ধামে, কিবা ভয় তাঁ'র বল
শমন-ভ্রূভঙ্গে? নীচ ম্লেচ্ছকুলে জন্ম
তব, তেঁই হেন দীক্ষা লভিয়াছ তুমি।
দস্যুবৃত্তি, প্রবঞ্চনা ম্লেচ্ছ-অলঙ্কার।
ওঃ!—যে ঘৃণ্য-উপায়ে সবে কপট সমরে
সংহারিলে রামনৃপসিংহে,—এই দেখ—
আজিও শোণিতাক্ষরে হৃদয়-ফলকে
খোদিত তাহা। উঃ! 'প্রতিহিংসা' 'প্রতিহিংসা!'
শেষ শিক্ষা প্রদানিয়া মুদিলা নয়ন
দেব নৃপমণি।—হায় রে ভাস্কর যথা
রাহুর পীড়নে। মূলমন্ত্রে সযতনে
ধরিনু অমনি সবে হৃদয়-আগারে।
সহস্র মার্ত্তণ্ড যদি উঠি খমণ্ডলে

ঘোর কালানলে পৃথ্বী ফাটায় শতধা ;
অথবা প্রলয়-ঊর্ম্মি বেলা-অতিক্রমি
বিভীষয়ে ভবধামে ভাসাতে ত্বরিত।
যুঝিব জীবন-পণে তাহাদের সনে
সাধিতে সে মহামন্ত্র—এ প্রতিজ্ঞা মম।
ধরি দীপ্ত উল্কাপিণ্ড জ্বলন্ত অশনি,
তুঙ্গ শৃঙ্গবর কিম্বা, উঠিব গগনে
প্রতিজিঘাংসিতে যবন-অধর্ম্মাচার।

সুল।—নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে সুপ্ত দীন যথা
ভুলিয়া যন্ত্রণারাশি, স্বপন-কুহকে
নির্ম্মাণে সুরম্য হর্ম্ম্য হৈম শূন্যদেশে ;
দাস দাসী শত শত, অনুচর জনে
আদেশে সেবিতে পদ,—কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গি
যবে পড়ি অকস্মাৎ অতল পাতালে
মূঢ় শূন্য দেশ হ'তে, কাঁদে পুনঃ দশা
নিজ নিরখি' দুর্ভাগা।—তেমতি—বুঝিও—
ঘটেছে তোমার ভাগ্যে,—ঘটিবে পশ্চাতে।
এত দিন ছিলে নিদ্রামুগ্ধ ; আজি কিন্তু
ছিঁড়িবে সে মোহজাল এর মন্ত্রবলে।—
পাবে দিব্যজ্ঞান ! এবে অন্তকাল তব

সন্নিহিত আজি। যাহা কিছু প্রার্থনীয়
প্রকাশ ত্বরিত।—

সুরে।— বৃথা অনুমান তব।
প্রলয়-পয়োধি যবে ভীম প্রহরণে
ভাঙ্গিয়া নগর, দেশ, কানন, ভূধর,
করে সবে গ্রাসসাৎ, আশ্রয়ে না তবে
কি সে ভীম-ভূজবল উত্তাল তরঙ্গ-
কুলে? প্রাণপণ করি' একটি তরঙ্গে
রোধিলে আজিকে যেন; কিন্তু যেইকালে
সহস্র দ্বিগুণ-বীর্য্য বিকট ভ্রূভঙ্গে,
ঘোর হুহুঙ্কার করি' তরঙ্গ সকল
গ্রাসিবে সাম্রাজ্য তব, বল, কি সাহায্যে
রোধিবে তা'দের বল, সুলতানি, তবে?
নিশ্চয় যবনরাজ্য দক্ষিণ প্রদেশে
হ'বে রসাতলশায়ী। বিফল সে কথা
এবে। সাধি নিজ কার্য্য—সাধিতে আইনু
এ পাপ প্রদেশে যাহা—

সুল। (কি?) নিজ রক্তদানে
শান্তিতে এ অসিতৃষা?—

সুরে।—(সদর্পে)—(হাঁ) আর্য্যরক্তদানে

রাক্ষস-যবনতৃষা শান্তিতে ; অথবা
নিবাতে দারুণ অগ্নি এ হৃদিকাননে
অসির সাহায্যে আজি শোনিতে চান্দার।
মরণ নিশ্চয় মম। অন্তিম সময়ে
একটী প্রার্থনা কিন্তু এ-দাসের রাখি
সাধহ আপন কার্য্য, বীর্য্যবতি, তব।—

মামুদ।—(কি ?) নর হ'য়ে ইচ্ছ দ্বন্দ্ব অমরের সনে
লভিতে সুধাংশু-সুধা,—হারে নরাধম ?
বন্দী তুই,—বধ্য এবে, তবে, মন্দবুদ্ধি !
রাখিব প্রার্থনা তোর কি হেতু—?

সুন্দ। মামুদ।

অন্যায় বিচার তব। দাক্ষিণাত্য-ভূমে
বিস্তৃত বীরত্ববিভা সূর্য্য-কর-রাশি
সম যার চারিভিতে,—বিকাশে যাহার
শিহরি' কাফের-কুল ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
লুকাতে নিভৃতস্থানে, যথা দিবাগমে
ভয়াকুল ধ্বান্তকুল হেরি তমোহারে
গিরিগুহান্তরে আসি, লুকায় পলায়ি'।
হারাইবে অকারণে—ছি ! ছি ! সে সুখ্যাতি
সবে ? হেন বীর নাহি এ-ভারত-ভূমে,

জিনিবে চান্দারে যেবা সমর-কৌশলে।
ভাল, রে গর্ব্বিত হিন্দু! নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা
তব ত্যজিবারে প্রাণ চান্দার কৃপাণে
আজি।

সুরে।—(সহাস্যে)—

হা, হা—হা! হা! অজেয়া, অমরী তুমি
এ মর-ভবনে, সুলতানি! অনুমান
শ্লাঘ্য বটে তব। (সদর্পে) কিন্তু, এই শেষবার
স্পর্দ্ধিলে অমরী বলি' আপনা-আপনি।
ধর্ নিজ অস্ত্র তোর্।—দেখির কেমনে
অনন্ত নরক-জ্বালা এড়াইবি আজি।
ধর্ রে রাক্ষসি!—

সুল। নহে চান্দা ভীত তায়।

[সুরেন্দ্রের হস্তদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে মামুদের প্রতি ইঙ্গিত করণ]

মামুদ।—(সেরূপ করিতে করিতে)

বীরত্বের শেষ এইবার। অন্ধকার
সনে যাও এবে যুঝিবারে, বীরবর!

সুরে।—(হস্ত মোচন করিতে উদ্যম করিয়া)

ছাড়্!—ছাড়্! দুরাচার! যবন-অধম!

ধিক্‌রে কাপট্যে তোর ! অন্যায় নিয়মে
বাঁধিলি আমারে, পুনঃ !—চান্দা, কলঙ্কিনি !
জগত ঈশ্বর ! দেখো-দেখো দয়াময় !
ক্ষত্রিয়-জিঘাংশা যেন না হয় বিফলা—

[রক্ষকগণের সহিত প্রস্থান ।

পটক্ষেপণ ।

ইতি প্রথমাঙ্কঃ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী।—নিভৃত গোরস্থান।

সম্রাট আকবর আসীন।

আক। (স্বগত) কি কারণে সংঘটিছে বিষম অনর্থ
এত দাক্ষিণাত্য-ভূমে ? কেনবা আসিছে
বিষম্বাদী-বৈরপক্ষ-বিদ্রোহ-সম্বাদ
প্রতিদিন ? নরহত্যা—প্রজানাশ, মহা-
মারিভয়, অনাবৃষ্টি,—সৃষ্টিলোপ-কর
অনিষ্ট-লক্ষণ সব বিভীষিছে কেন
অনুক্ষণ সে প্রদেশে ? কেন সর্ব্বভুক্
দম্ভিছে আমাদপূরে ভীম মূর্ত্তি ধরি' ?
সপ্তাহ ব্যাপিয়া, হায়, ধূমকেতু ধরি'
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকেতু, শাসিতেছে কেন
বিকট ভ্রূভঙ্গে ? ঘোর ভূকম্পনে কাঁপে
থাকি থাকি পৃথ্বিতল।—কেন ? কিছুইত

না পারি বুঝিতে! রুষ্টা কি ভারত-লক্ষ্মী
এ দাসের প্রতি? হায়! খেলিছেন তাই
ভীম লীলা এত মম সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে?
কেন, মাতঃ! কোন্ দোষে দোষী দাস তব
পদে? সর্ব্বক্ষণ প্রজাসম রক্ষি প্রজা
গণে;—সাক্ষী তা'র সহস্রাংশু দিবাকর,
শশী। ধন লোভে পড়ি মদমত্ত মূঢ়
পূর্ব্ব-পিতৃগণ মম পীড়েছিল বর
বপুঃ তব, মাতঃ! ভীম প্রহরণে! ধরি'
অসি কলঙ্কিত, আর্য্য-রক্তে কলঙ্কিল
ও পবিত্র দেহ তব। হায়—

(অকস্মাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সবিস্ময়ে)

এঁ্যা!—ওকি!

উজ্জ্বল আলোক-স্রোতে অম্বর-প্রদেশ
ভাসিল যে আচম্বিতে! একি সহস্রাংশু
উদিলা এ নিশাকালে?—কিম্বা কালানল
দগ্ধিতে সমগ্র-পৃথ্বী? অহো!—একি! একি!
ডুবিল ভারত বুঝি অতল সলিলে!
কি পাপে বিষম তাপ লিখিলি, রে বিধি!
দুঃখিনী-ভারত-ভালে!—উঃ! কি তীব্র গতি!

ক্ষণেকে যোজন-লক্ষ অতিক্রমি রাহু
ক্রূর, আক্রমিল বুঝি সমস্ত ভারতে!
ওই! ওই! ওই! গেল! মাতঃ! বসুন্ধরে!
স্থান দাও। পশি' বক্ষে তব নাশিব এ
হৃদি জ্বালা। উহু! আর না পারি সহিতে।—

(হতাশ চিত্তে ভূপৃষ্ঠে পতন)

[শূন্যে আর্য্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব]

আর্য্য লক্ষ্মী।—সম্বর বিস্ময় খেদ—
আক।—(আশ্বস্ত হইয়া উপবেশন)—
একি! একি মাতঃ!

আ-ল।—সম্বর বিস্ময় খেদ, নৃপচূড়ামণি।
নহি রাহু ক্রূর আমি,—দেখ শূন্যপানে,
বাছাধন! অভাগিনী আর্য্যলক্ষ্মী,—প্রিয়
সহচরী ভারতের। শান্তিতে তোমারে
জননী ভারত তব, বৎস! আদেশিলা
মোরে আজি ক'টি শিক্ষা দিয়া, সুশিক্ষিত!
শুন মন দিয়া সে সকলে। দাক্ষিণাত্য
অতল সাগর-জলে হবে নিমগন।
পাপভরে পূর্ণা যথা প্রলয়ে বসুধা।
বিদরে হৃদয়, বৎস, হেরি দুরবস্থা

ভারত-সুতের যত দাক্ষিণাত্য ভূমে।
দুরাচার মুর ম্লেচ্ছ সবে লৌহ-দণ্ড
ধরি' দণ্ডিতেছে, মরি, আর্য্য-সুতগণে,
সিংহিনী চান্দার বলে মহাবলী সবে ;
আদিতেয়গণে, হায়! দৈত্যকুল, যথা,—
দুর্দ্দান্ত দিতির তেজে মহাতেজী সবে!
বিজয়-নগরচন্দ্র নৃপচুড়ামণি
রামচন্দ্রে, টালিকট-ক্ষেত্রে, সংহারিল
নৃশংস-উপায়ে যেই, এখনো স্মরিলে
শতধা বিদরে হৃদি! কপট-সমর
অলঙ্কার যবনের—সূক্ষ্ম রাজনীতি!
সাক্ষী তার স্থানেশ্বর—ক্রূর মহম্মদ,
এখনো সংসার-ক্ষেত্রে ফলাফল কিন্তু
লভে নিজ কার্য্য-বৃক্ষে নর। পাপী যেবা
তিক্ত বিষময় ফল সর্ব্বনাশকারী।
কুরসে যাহার হরে প্রাণ, যশঃ, সুখ
পারত্রিক। পুণ্যবান—সুধাময় ফল,
অমৃত অমৃতকারী যথা, সে সুন্দর
ফল অমৃতয়ে সর্ব্বধনে স্ব-সুরসে।
ঘোর পাপাচারী সেই ঘোরী-কুলাধম,

লভিয়াছে কর্ম্মফল নিজ হাতে হাতে।
ভাবি দেখ কোথা এবে বংশ তার, কোথা
রাজাসন রত্নময়! কি যশ ঘোষিছে
জগত ভিতরে! মুরবংশ তেমতি রে
ধ্বংসিবে সকলি নিজ-বিষ-ফল-রসে।
রক্ষিতে তাদের কেহ নারিবে, বাছনি!
যাও এবে ত্বরা নিজে ত্যজি সর্ব্ব দুখ
দাক্ষিণাত্যে। সেনাধ্যক্ষ মিরজা খাঁ, কিম্বা
মুরদ,—তনয় তব, নারিবে রোধিতে
তা'র তীব্র গতি এবে। হ'বে বিতাড়িত
তরঙ্গিণী-মুখে শিলাখণ্ডদ্বয় সম।
যাও, বৎস। অবিলম্বে, বিলম্বো না আর,
রোধি' চান্দা-সর্পীবীর্য্য মন্ত্রৌষধি বলে,
নির্ম্মূলি' সমূলে তা'রে, রাখ ভ্রাতৃগণে,
—ভারতসন্তানে তার বিষদংশ হ'তে।
পুত্রবর। ম্লেচ্ছ-কুলে জন্ম তব কিন্তু
ম্লেচ্ছ বলি' কভু নাহি ঘৃণি তোমা মোরা।
নিজ পুত্রসম সদা ভারত জননী
আদরেন তোমা, বৎস! আর্য্যসুত-প্রিয়
তুমি। বিতরিয়া কৃপা আর্য্যসুতগণে

রাখ। স্বজাতিপক্ষতা সবংশে নৃপেরে
নাশে। দেখ, সাবধান! ভুলি এ কুহকে
মজো না সবংশে যেন!—চলিনু গোলোকে।
[আর্য্যলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান।

অক।—কোন্ কার্য্যে অবহেলে, মাতঃ! আজ্ঞা তব
চিরদাস। চলিলাম এবে। নিবারিবে
কোন্ বলে রোষানল মম,—দেখি আজি—
নিজামবংশ-পাংশুলা চান্দা সুলতানী।
হীনপক্ষ দাক্ষিণাত্যে মম ভ্রাতৃগণ,
কি! রাক্ষসী তাহাদের করিছে পীড়ন!
[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিজয়নগর। কৃষ্ণানদীতীরস্থ শ্মশানভূমি, সম্মুখে দেবমন্দির।
এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া
দেবিদাসের প্রবেশ।

দেবি।—ওঃ! কি ঘোর অন্ধকার! রসাতল যেন
তমোরাশি উগারিয়া ঢাকিছে পৃথিবী!
কিবা শূন্য, কি ভূতল, বিধির সৃজন

সব, কা'র সাধ্য অনুভবে ! অভিনব
চির-অন্ধকার-ধূম-আবৃত জগৎ
উঠেছে পাতাল হ'তে হেন জ্ঞান হয়।
বৃথা এ স্তিমিত বিভা করি বিতরণ
জ্বলিছ, মশাল, আজি। উদ্যম বিফল
তব প্রদর্শিতে পথ মোরে। ক্ষণপ্রভা
কালমেঘে উজলিয়া যথা বর্দ্ধে তা'র
ভীমমূর্ত্তি শত গুণে পুনঃ. ওই দেখ,
উঃ !—কি ভীষণ মুখচ্ছবি আঁধার-মণ্ডিত
ভ্রূভঙ্গি প্রকৃতি আজি দেখাইছে মোরে !
(চমকিত হইয়া)—
ও কি ! কা'র পদধ্বনি ধ্বনিছে পশ্চাতে
থাকি থাকি।—আসিতেছে !—বুঝি পলাইল
পুনঃ ! (প্রকাশ্যে) কে তুই ? দানব ? মানব ?
যক্ষ ?—কে ?
কহ তা প্রকাশি শীঘ্র।—শত্রু না সুহৃদ ?
নাহি ভয় খড়্গ হ'তে ; ভীত যেবা, রক্তে
তা'র না কলঙ্কে অসি ক্ষত্রবীর কভু।
তবে যদি কূটজাল রচিছ পশ্চাতে
থাকি,—সাবধান ! নিজে বিজড়িত হবি

কোষে কীট সম। রক্তে তোর আহুতিব
কালিকাজননী। কই ? কিছুই ত নয়।
ভ্রম-বিজৃম্ভন তবে ?—না পারি বুঝিতে
কিছু।—তবুও সে শব্দ ! ওই স্পষ্টতর !
বিফল সাহায্য তোর লইনু, আলোক !
অন্ধ সে আশ্রিত যেবা তোর, রে দুর্ম্মতি !
হা ধিক্ ! দূর হ !—দূর !—

(মশাল দূরে নিক্ষেপণ)

দেখিব প্রচ্ছন্নে
আসিতেছে কেবা কিন্তু বিফল সে চেষ্টা।
না পারে চিনিতে আজি আপনা আপনি
ঘোর অন্ধকারে, তবে কেমনে চিনিব
তা'রে ? (ক্ষণ চিন্তা করিয়া) ও বুঝেছি,
উহা এখন জ্বলিছে—

(আলোক দণ্ড ভূমিতে প্রোথিত করণ)

এইবার সে দুর্ম্মতি নারিবে এড়িতে।
দেখি বৃক্ষপৃষ্ঠে থাকি।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

দ্রুতপদে সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

দেবি !—

(খড়্গোত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসিনীর প্রতি আক্রমণ)

কে তুই ?—রাক্ষসী ?

পিশাচী ?—দূর হ’। দূর ! কি হেতু এখানে ?

সন্ন্যা।—স্থির হও, দেবিদাস !

দেবি।—(সসম্ভ্রমে) ক্ষম অপরাধ,

মাতঃ ! এ দাসের তব। কুকার্য্য করেছি

অবমানি বরবপু—

উঠ, প্রাণধন !

বৃথা এ আশঙ্কা তব। আনহ আলোক

বসিব মন্দিরমধ্যে আমি, বাছাধন।

(দেবিদাসের আলোকানয়ন ও মন্দিরদ্বারে স্থাপন)

দেবি।—(সদুঃখে)—

বিদরে হৃদয়, মাতঃ ! সুরেন্দ্র-বিহনে।

সুশীল অনুজ মোর,—বন্দীভাবে রুদ্ধ

এবে ম্লেচ্ছ-কারাগারে ; কেমনে ধরিব

প্রাণ এ ভীম আঘাতে ! মাতৃ-পিতৃহীন,

হায় ! সিংহশিশু যথা, শিবাদল-ঘৃণা

না পারি সহিতে হৃদি,—উন্মত্ত আপন

তেজে—পশে শত্রুদলে জীবন-মমতা

ত্যজি ; ভ্রাতা মোর, মাতঃ ! পশিল মোহান্ধ

দুরন্ত নিজাম-দুর্গে একাকী, হায় ! গো !

নিবারি কৃপাণ-তৃষা যবনশোণিতে,
অর্পিলি আপন কর আয়স-নিগড়ে !
ওঃ ! কোমল কর তা'র,—বিষম পীড়ন
কেমনে সহিবে হেন ? কেমনে সহিবে,
হায় ! করি-করাঘাত কোমল মৃণাল,
যবে মত্তদন্তী তা'রে বাঁধে করডোরে
সুকঠিন ! রে দারুণ বিধি ! এত দিনে
পূরিল রে সাধ তোর ! এত দিনে বুঝি
ভারতজননী ! ভীম প্রভঞ্জন-বলে
ছিন্ন মুকুলেতে তব সুখের কুসুম !

সন্ধ্যা ।—সম্বর বিলাপ, বৎস ! ভ্রাতৃস্নেহে মাতি
বিলাপের কাল নহে ইহা, যাদুমণি !
পঙ্গপাল সম পশি তীব্র স্রোতে, গৃহ
তব অরক্ষিত, হায় ! ম্লেচ্ছদস্যুগণ
শূন্যিয়াছে স্বর্ণ-শস্য-প্রসূ-ভূমি অগ্রে,
—এবে বীতক্ষুধ—বৃক্ষপত্র লতাগুল্মে
ভক্ষিতেছে একে একে ! সোনার ভারত,
হায় ! কালিমায় পূর্ণ ! বৈজয়ন্ত ধাম
ভীষণ শ্মশান এবে ! এখন সময়
কিন্তু আছে, বাছাধন ! নিধনিতে ক্রূর

কীটগণে চিরতরে। সমস্ত ভারত
আকবর-সম্রাটের একচ্ছত্রতলে।
তাঁর করতলে হিন্দু কিম্বা মুসল্মান
রাজন্য সকলে স্থিত ক্রীড়নক সম।—
ফিরে, ঘূরে, হাসে, কাঁদে, তাঁহারি কৌশলে
সবে ; কিন্তু কভু নন পক্ষপাতী নিজ
জাতি প্রতি তিনি। স্বীয় ভ্রাতৃসম, রাজা
ভারতসন্তানে সদা আদরেন, বৎস !
দাক্ষিণাত্য-দুঃখ এত শুনিলে সম্রাট
কভু না অলস-ভাবে লভিবে বিরাম।
হীনবল সবে মোরা, দানব-দলিত
ত্রিদিব-নিবাসী যথা। ভুবন-রক্ষক
সম ভারত-রক্ষক রাজর্ষি-প্রধান
বিনা বল কে রক্ষিবে অপক্ষ মরুৎ
সবে দৈত্য গ্রাস হ'তে ? ভাবি, দেবিবর !
দেখ তাহা সুবিচারি। নহ অজ্ঞ তুমি
প্রিয়তম !—তবে সুরেন্দ্রেরে ? দেবকুল
রক্ষিবেন তা'রে সদা। পক্ষমধ্যে, বৎস !
নিষ্কৃতি উপায় তা'র স্থিরিব নিশ্চয়।
পুত্রপ্রিয়তমে হেরি রুদ্ধ ফেরুগর্ত্তে

পারে কি ধরিতে প্রাণ সিংহিনী কখন ?
হায় ! বিধিরোষে চিরভাগ্যহীনা আমি।
নতুবা এ দশা আজি ঘটিবে কেন বা ?
কোথা রাজরাণী—রাজমাতা ! ভিখারিণী
এবে ভ্রমিতেছি পথে পথে। পাসরিনু
সর্ব্বদুঃখ কিন্তু, লভি, বাপ ! তোমা দোঁহে।
অন্ধের নয়ন তোরা ;—ঘনান্ধ গগনে
উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় জুড়াতে জীবন
পথহারা পথিকের। 'এ কাল আহবে
না পারিবে উদ্ধারিতে দাক্ষিণাত্য-ভূমি
কুমার সুরেন্দ্র বিনা কুমার-বিক্রম
অন্য কোন যোধবলী।' আদেশিলা দেবী
স্বপ্নাবেশে মোরে। তেঁই, বৎস, প্রেরিয়াছি
কিশোর তনয়ে মোর ম্লেচ্ছ দুর্গমধ্যে
সুদুর্গম, পালিবারে দেবি-আজ্ঞা। তবে
যদি মম ভাগ্যদোষে বিফল-আয়াস
হৃদয়-কুমার মম ;—বিদায়ো মাতারে
তব, দেবিদাস। করে করাল কৃপাণ
ধরি', সাজি, যোদ্ধৃবেশে—ভীমা রণচণ্ডী
নাচিবে সমরক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ দৈত্যরক্তে

শান্তিতে হৃদয়-জ্বালা। মরি—উদ্ধারিব
নিজ মাতৃভূমে ভীম রাহুগ্রাস হ'তে।
বীরকুলে জন্ম মম—বীরপত্নী, তেঁই
সে সুকৃতি-ফলে তোমা ভ্রাতৃ-দোঁহে,—আমি
অভাগিনী, লভিয়াছি,—বীরত্ব-আধার।
কভু কি শৃগাল শিশু প্রসবে সিংহিনী?
জড়মাংসপিণ্ড কভু ক্ষত্রিয়া রমণী?
মা কালিকা! রক্ষ সদা কিশোর সুরেন্দ্রে।
পালিতে তোমারি আজ্ঞা, দুর্গম প্রদেশে
প্রেরিনু কুমারে মোর। অহো! মাগো! দেখে
অন্ধের নয়নমাত্র দরিদ্র রতনে
না হরে কৃতান্ত যেন, দেখো, দয়াময়ি!

দেবী।—শুভদিন আসে যেন, মাতঃ, শীঘ্রগতি
ম্লেচ্ছরক্তে দিব, দেখো তোমার আহুতি।
(সচকিতে)—
ওকি। কিসের চীৎকার! এ ঘোর নিশীথে
কে বিলাপে থাকি' থাকি' করুণ-নিনাদে!
ওই। ওই! শুন, মাতঃ! পবন-হিল্লোলে
আসিতেছে ভাসি ক্ষণে ক্ষণে।

সন্ধ্যা।— নিশাকাল,

ঘোর শ্মশান-আলয়.—তাহে ভ্রমিতেছে
নানা ভাবে দেবযোনি সবে। কিবা কাজ,
প্রাণধন ! সে সকলি শুনি ? অপকারী
কেহ নহে তারা আমাদের। বিশেষতঃ
কালীর আদেশে রক্ষে অনুরোধ মোর
পরম যতনে তারা—

দেবী।— নহে দেবযোনি,
মাতঃ ! ওই শুন, দেবি, স্পষ্টতর এবে
আর্ত্তনাদ তা'র।

সন্ন্যা।— অনুচর সবে বুঝি,
দুর্ভাগ্য যবনে টানি' আনিছে সবলে।
দেখ, অগ্রসরি, বৎস !—

দেবী।—(অগ্রসর হইয়া)— সত্য অনুমান
তব, মাতঃ, ধন্য, ধন্য, ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা।
সফলা প্রতিজিঘাংসা ! দৈত্যনিসূদনি !
মাতঃ ! নিবারিব তৃষা তব দৈত্যরক্তে
আজি কথঞ্চিৎ।

(জনৈক শৃঙ্খলাবদ্ধ মুসলমানকে প্রহার করিতে করিতে
ছদ্মবেশধারী কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

দেবী।— যবনদানবাধম !

রক্তদন্তা

কোথা তোর বীরেন্দ্রাণী চান্দা সুলতানী ?
কে রক্ষিবে তোরে আজি অসির দংশনে ?
কুক্ষণে, রে মূঢ়, দস্যুদেশে দাক্ষিণাত্যে
পশিলি সকলে আসি। তুচ্ছ বীরমদে
মাতি, দুষ্ট ! মর্দিলিরে তোরা আর্য্য ভূমে
নৃশংস হৃদয়ে, তেঁই কাল হলাহল
উথলিল এত ; পিয়ি তাহা, ম্লেচ্ছগণ,
নরকুলাধম ! সবে লভিবি বিশ্রাম
দুরন্ত নরকে চিরতরে। ওই—দেখ,
অট্ট অট্ট হাসি তোর কালস্বরূপিণী
গ্রাসিছে বলি তোরে ;—জয় মা ভৈরবি !

[রক্তাধারে ও নবীনের মুণ্ডচ্ছেদ

তৃতীয় দৃশ্য।

[illegible] নগরের উত্তরপার্শ্বস্থ বনস্থলি মধ্যে মুবদের শিবির।

[illegible] আসীন—সম্মুখে জনৈক দূত দণ্ডায়মান।

[illegible]। —কি আশ্চর্য্য! এতদূর গর্ব্বতার?

দূত। —(সবিনয়ে)— গাহে

কবি দাস—অলঙ্কারপ্রিয়, প্রিয়কর!

বর্দ্ধিবে সুষমা তার বিবিধ ভূষণে।

নিবেদিনু অবিকল প্রভুপদতলে

কহিলা গর্ব্বিতা, হাহা, চান্দা সুলতানী।

জাঁহাপনা! অহঙ্কার বাক্য তা'র ক'ব

কি শ্রীপদে! ক'ব কিবা গর্ব্ব!—তেজস্বীতা!

অসীম দ্রবিণ রাশি লভিলে সহসা

দরিদ্র দুর্ভাগ্য, যথা মাতি গর্ব্ব মদে,

তুচ্ছে ঘৃণে সর্ব্ব জনে জগজ্জনমাঝে

প্রকৃষ্ট ঈশ্বরসৃষ্ট আপনা গণিয়া;

ভারতসম্রাড়ীশ্বরে তেমতি তুচ্ছিলা

গর্ব্বিতা নিজাম-ধনে চান্দা মন্দ-মতি!

এখনো কাঁপিছে, দেব, দেহ থর থরি

স্মরি তীব্র গর্ব্ব তা'র ;—তীক্ষ্ণ শেল সম
বিঁধিছে প্রত্যেক অঙ্গে। কহিল গর্ব্বিণী,—
সে বিষম শর, প্রভো, কেমনে হানিব
কোমল হৃদয়ে তব।—কহিল উন্মত্তা
'ভারতঈশ্বর!-কে সে? কেবা চিনে তারে?
দিল্লি-সিংহাসনে বসি সমস্ত পৃথিবী
চাহে কি সে শাসিবারে? এক দণ্ড ধরি
চাহে কি সে প্রণতিতে শত দণ্ডধরে
প্রচণ্ড, আপন পদে? বৃথা সে স্বপন,
কহিও সম্রাটে তব—ভারত-ঈশ্বরে।
রমণী বলিয়া যেন নাহি স্মরে মোরে
বীরেন্দ্র সম্রাট তব। ধরে ভুজ বল
আমার যুগল কর তাহার সমান
বুঝিতে অরাতি মনে,—বলিও তাহারে।"

মুরদ।—নীরবিলে কেন, দূত, কি ভয় তোমার?
কহ প্রকাশিয়া, ত্যজি বৃথা শঙ্কা মোরে
আর আর কি কহিল চান্দা গরবিনী।
তাড়িতাগ্নি সম যাহে তাড়িত-প্রভাবে
মুহূর্ত্তে দহিতে পারি অহঙ্কার তা'র।

দূত।—আর আর যা কহিল প্রভু-আজ্ঞামতে

নিবেদিনু যথাবিধি ও পদ-পঙ্কজে।
এবে নিবেদন, দেব, এই মাত্র মম,—
ধরি অসি খরশাণ,—বিষদন্ত ভাঙ্গি
ভুজঙ্গিণী-বৃথা-দম্ভ নাশ আশুগতি।

সুরদ। উঃ!—কি বিষম বাক্‌-বাণ! মোহছলে ভুলি
স্পর্দ্ধিছে নাগিনী এবে খগেন্দ্রে—শমনে
তা'র! ওঃ! মোহিতা এবে স্বপন-কুহকে!
আর নয়, নিদ্রা তা'র, অসিমন্ত্রবলে
এখনি ভাঙ্গিব।—দেখি তা'রে কে রক্ষিবে।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান]

পটক্ষেপণ।

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—আমাদনগর। দুর্গসম্মুখস্থ ক্ষেত্র।

অশ্বারোহনে মুরদের প্রবেশ।

মুরদ।—(সাশ্চর্য্যে)—ওঃ!

কি ভীম মূরতি! যেন প্রলয় আঁধার
রসাতল হ'তে পৃথ্বী ঢাকিছে উঠিয়া!

[ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদ]

ভীষণ ভ্রূভঙ্গে যেন দন্ত কড়মড়ি
উগারিছে কালানল থাকিয়া প্রকৃতি!
উঃ—হু! গেল! গেল! বুঝি ফাটিয়া শতধা
ডুবিল সমগ্র বিশ্ব অতল সলিলে!
প্রকৃতি-কুটিলচ্ছবি?—সমস্ত বিশ্বের?
না, না, ভারত-মাতার।—আর্য্য-প্রসূতির।

[পুনর্ব্বার বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি]

ওই! ওই! বুঝি, দন্ত কড়মড়ি, ভীম
কালানল উগারিয়া কহিছেন মাতা—
ওই—শুন! "দুরাচার! বিশ্বাস-ঘাতক!
লভিবি প্রতিষ্ঠা বল এবে কোন স্থানে?"

(করযোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ।

এ কি, মাতঃ ! একি আজি ভীম লীলা তব !
বিষময় শাখী যদি উঠি ক্রমালয়ে
জরয়ে শোভন বৃক্ষে বনরাজি-শোভা,
কভু কি, মা, বনস্পতি নিষ্ঠুর হৃদয়ে
জ্বালায় কানন শুদ্ধ ঘোর দাবানলে ?
এই কি, মা, নীতিশাস্ত্র-বিহিত নিয়ম !
ঘোর অত্যাচারে এবে আর্য্যসূতচয়ে,
অবহেলি রাজধর্ম্ম, নির্ম্মম হৃদয়ে,
পীড়িছে সতত, দেবি ! নিজামপাংশুলা ;—
ঢালিয়াছে হলাহল কাল, দাক্ষিণাত্যে,
পিয়ি যাহা জর জর তব পুত্রগণ ।
নাশ আগে সে নাগিনী,—রাখ রাখ, মাতঃ !
দান পুত্রগণে তব, দংশন হইতে
তা'র সুবিষম । কিন্তু, দেবি, একি ভাব
তব বিভীষণ ! কোথা, মা রক্ষিবে আজি
অপক্ক সন্তান সবে, অনল-তরঙ্গে
নির্ব্বাপিয়া মূল-অগ্নি,—তা' না দগ্ধ' সবে
জ্বালায়ে দ্বিগুণ পুনঃ ভীষণ আগুন !
পাপী সহ নিষ্পাপীর ভীম পরিণাম !

(ক্ষণপরে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া)

একি ! কোথা সৈন্যগণ এবে ! সেনাপতি,
মিরজা অরিজিৎ ? কোথা সবে ? একি হ'ল
প্রকৃতির মুখচ্ছবি ভীষণ নেহারি
প্রত্যাগত শিবিরেতে সবে ভীত চিত্তে ?
না, অসম্ভব তা' ।—ভাল, দেখি অন্বেষিয়া ।

[তূর্য্যনিনাদে প্রস্থান]

পট-পরিবর্ত্তন ।

ক্ষেত্রের অন্য প্রান্তভাগ ।

(নেপথ্যে রণবাদ্য— "আল্লা হো আকবর")

সসৈন্যে মুরদের প্রবেশ ।

মুরদ ।—(সোৎসাহে)—

শুন, শুন, সৈন্যগণ ! হয়ে এক প্রাণ মন,
রাখ সবে প্রাণপণে ভারত-আদেশ ।
নাশ মুরদস্যুগণে, অরিরক্ত-বরষণে
শীতল করহ আজি উত্তপ্ত প্রদেশ—
বীরত্ব-মহত্ত্ব-শিক্ষা দাও রে বিশেষ ।

সুপবিত্র আর্য্যস্থানে বিভিন্ন ভেবো না মনে
নিজমাতৃভূমি হ'তে করহ যতন ।
বীরবংশ আর্য্যসূতে সোদর-বিভিন্ন চিতে
ভেবোনা-ভেবোনা, সবে ভুলিয়া কখন ।
জেতা-বিজিতের ভাব সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন ।
এবে সেই মাত্রালয় যায়, রসাতলে-যায় !
না পারি সহিতে ভীম ম্লেচ্ছ পদাঘাত !
প্রাণের সোদরগণ; অশ্রুপূর্ণ-বিলোকন,
ওই দেখ, আলিঙ্গিছে অতল নিখাত !
সহ !—সহেনা,—সহেনা ! শিরে ঘোর বজ্রাঘাত !
রাজাসন অধিকার করি, কোন্ দুরাচার
প্রজার মঙ্গল চিন্তা না করে কখন ?
আর্ত্তনাদ, হাহাকার, ভেদি অভ্র অনিবার,
পশুর ক্রন্দন সহ উঠিছে সঘন ;
হেন কোন নরনাথ, নাহি করি কর্ণপাত,
অবাধে ঐশ্বর্য্য সহ লভে বিরমণ !
যা'ক !—যা'ক ! রসাতলে, ডুবুক সাগরজলে
ঐশ্বর্য্য, গৌরব তা'র নিঠুর জীবন ।
এ হেন 'নৃপতি' নাম ভুলু'ক ভুবন ।
নরপতি ! প্রজানাথ !(ওঃ!) কোটি ভৃশ বজ্রপাত !

বলিয়া কেমনে তা'রা দেয় পরিচয়!
মানব-শোণিত শোষি, বালক অবলা নাশি,
তবু রে 'নৃপতি' নাম জগতে জানায়!
নৃশংসতা সহ, হায়, যশঃ বিনিময়!
[illegible] নয়।—সুপ্রচুর। সুখস্বপ্ন হবে দূর
(ভাগ্যচক্র অনিবার সম ঘূর্ণ্যমান)
[illegible]বিবে গৌরবধন, রাজচিহ্ন, রাজাসন,
ভীষণ প্রলয়-স্রোতে হ'বে বহমান।
[illegible] নিশ্বাস—বাত, কালস্রোত—অশ্রুপাত,
ভাঙ্গিবে, সৃজিবে,—আজি প্রলয় তুফান।
এই অসি খরশাণ, কোটি অশনি সমান,
উগারিয়া কালানল, ভীম গরজন,
গ্রাসিবে রাক্ষস সবে,—জুড়াবে ভুবন।
[illegible]—চল, ত্বরা করি, করে তরবারি ধরি,
পারি কি না রোধিবারে চান্দাসপীবল।
ভীম বজ্র প্রহরণে, মুরম্লেচ্ছ দস্যুগণে
প্রদানিব, চল, সবে,—দস্যুবৃত্তিফল।
ডুবিবে, আমাদপুর—যাবে রসাতল।

[জয়নিনাদে সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিজাম দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ।

[নেপথ্যে ঘন ঘন কামান ধ্বনি]

বেগে সজ্জীভূতা চান্দার প্রবেশ।

চান্দা।—ওহ! একি! একি! এঁ্যা! কালান্ত আঁধার
আক্রমিল আজি এ কি সমগ্র ভূতলে!
প্রলয় পয়োদ দল অসিত বসনে
সুধাংশুমণ্ডল ঢাকি,—উজ্জ্বল আলোক,
ঘোর নীলরক্ত বিভা নরকাগ্নি সম
জ্বালিতেছে মুহুর্মুহুঃ ভীম গরজনে!
দারুণ নরকজ্বালা দগ্ধ পাপী সম
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠিছে সঘনে
আঁধার গগন ভেদি;—তাহার সহিত
ভীষণ শমন-দূত-ঘোর-হর্ষনাদ
উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে!—

[একটী ধাবমান জ্বলন্ত গোলক নিরীক্ষণ করিয়া হতাশচিত্তে]

ওই! ওই! বুঝি
উগারি আরক্ত বজ্র কাল জলধর

আসি'ছে দগ্ধিতে মোরে! ওই! কোথা যাই?
রসাতল! উদ্ঘাটিয়া আশু চিরাবদ্ধ
লৌহপুরী দ্বার তব আশ্রয় প্রদানো
শীঘ্র হতভাগিনীরে। ওই! এ'লো!—এ'লো!
ওহ! কোথা যাই? কোথা বা আশ্রয় স্থান?

(প্রতিবোধিত হইয়া)—

কি?—আশ্রয় স্থান? এঁ্যা! সমস্ত ভুবন
স্থাবর জঙ্গম সহ বিদগ্ধ এখন,
খুঁজিছি আশ্রয় স্থান এ দিকেতে আমি?
না, না. কখন না; সকলের যে দুর্গতি
আমার তা' এবে। না, না, পলাব না।
বক্ষ পাতি ল'ব এবে জ্বলন্ত অশনি
সবাকার সম। এস! এস! কোটি বজ্র!
প্রহর হৃদয়ে মম ভীম প্রহরণে।

[নেপথ্যে—"আল্লা, আল্লা হো আকবর" ঘন ঘন ধ্বনিত]

(চমকিত হইয়া আশ্চর্য্যে)—

এ' কি কোথা হ'তে শত তীক্ষ্ণ শেল সম
এ বিষম ধ্বনি আজি প্রবেশে শ্রবণে।
ওঃ! বজ্র, নাহি বক্ষে পশি,—পশিলিরে
কর্ণে মোর, বাড়াইতে দারুণ জ্বলনে।

বজ্র !—কোটি বজ্র ! কোটি তীক্ষ্ণতম বজ্র !
সহে না ! সহে না ! পশি সিংহিনীর গর্ত্তে
স্পর্দ্ধে ফেরুদল, আজি বিজয়-নিনাদে !
নিকৃষ্ট মণ্ডুক-বাস স্থকম কমলে !
আর নয় ! আর নয় ! অসহ্য বিক্রম !
অসি ! আজি কি হেতুরে স্পন্দহীন তুই ?
দানব-গর্জ্জন শুনি সভয় হৃদয়ে
রহে কি অশনি কভু বাসবের চাপে ?
তাড়িতাগ্নি সম ছোট, তাড়িত-প্রভাবে
এবে। দহ, দহ, শীঘ্র করি, স্থদারুণ
তেজে আজি অরিদর্প-তরু।—আর নয়।

[নিষ্কোষ অসি হস্তে বেগে প্রস্থান

পট-পরিবর্ত্তন।

দুর্গের পশ্চিম পার্শ্ব।

সসৈন্য মিরজা খাঁর ভগ্ন দুর্গ প্রাচীরস্থ সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার চেষ্টা। মামুদের তাহাকে নিবর্ত্তিত করণ।

মিরজা খাঁ।—(মামুদের প্রতি আক্রমণ করিয়া)
ছাড় পথ, ভীরু। দস্যুকুলাধম।

মামুদ। (আত্মরক্ষায় ব্যগ্র হইয়া সদর্পে) কাকে ?
দস্যুকুল ক্রীতদাসে ? যমপুরি-পথ
ছাড়িব এখনি। এইবার নরাধম!
রক্ষ নিজদেহে (উভয়ে ক্ষণকাল অসিযুদ্ধ)

মিরজা। (রণক্লান্ত মামুদকে নিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া)
কোথা যাবি ?—কোথা যাস্ ?

(মামুদের সসৈন্যে পশ্চাদপসরণ এবং মিরজা খাঁর
রন্ধ্রপথে সবলে প্রবেশ।)

(মোগল সৈন্যগণের বৃংহণ "আল্লা আল্লা হো
আকবর")

মিরজা। (পলায়মান মূরসৈন্যগণকে আক্রমণ)
দূরহ'! দূরহ'! আজি সিন্ধুনদ-পারে
দূরে খেদাইব। কিম্বা রিপুদল-রক্তে
দাক্ষিণাত্য-জ্বালা আশু শীতলিব এবে।

(নিষ্কোষ অসি হস্তে বর্ম্মাবৃতা চান্দার বেগে প্রবেশ।)

চান্দা। সময়-চক্রের আজি একি আবর্ত্তন
অদৃষ্ট-অশ্রুত-পূর্ব্ব!
(পলায়মান সসৈন্য মামুদকে দর্শন করিয়া সরোষে)
একি! কোথা যাস ?
ভীরু, মূরকুলাধম! রণসাজে সাজি

নয় যুঝিবার তরে বৈরিদল-সনে
সবে এসেছিলি তোরা ?   এই রণ-প্রথা ?
অবিশ্বাসী ! কাপুরুষ ! হস্তে অস্ত্রধরি,
অবিচ্ছিন্ন-মুণ্ড সবে রাখিতে জীবনে
পলাইত শত্রু মুখে।   কি বলিব আর,
তিলার্দ্ধ সময় এবে যুগান্ত সমান !
আয় শীঘ্র করি মোর পশ্চাতে সকলে।
নতুবা যে পাপ প্রাণে রক্ষিবারে আজি
ঢালিলি কলঙ্ক-কালি মুরবীর-কুলে,
হারাবি নিশ্চয় তাহা এই অসি-বলে।

সৈন্য সকলে। (সদর্পে)

কাটাব   কাটাব, পৃথ্বী ভীম অস্ত্রানলে ;
দূরে খেদাইব আজি ভীরু ফেরু দলে।

চান্দা।   এস ! এস ! তবে ক্ষণ না বিলম্বি আর
ওই ! ওই ! দেখ ; সেই ফেরুদল আজি
ভীষণ কেশরী-দলে বিমুখি' সংগ্রামে
উদ্যত লইতে সবে সিংহ-অধিকার !
ওহ ! কি যন্ত্রণা।   এস সবে—

(দুর্গাভ্যন্তর-প্রবেশোদ্যত মিরজা খাঁর প্রতি)

তিষ্ঠ ! তিষ্ঠ !

বীরত্বের পরিচয় বিলক্ষণ আজি
দিলিরে ভুবনে তোরা, ওরে দস্যুগণ!
আক্রমিয়া অকারণে অন্য-রাজ্য-ভূমে।
ধিক্‌রে তোদের সবে; ধিক্ আকবরে;
সেই ক্রুর দস্যু-পতি। নাহিক নিস্তার
কিন্তু আজি মোর হাতে। শমন-প্রেরিত
আজি প্রবেশিলি সবে এ দুর্গ-ভিতরে
মোর, মাতি বৃথা দম্ভে; মক্ষিকা-নিকর
যথা ঊর্ণনাভ-জালে।

মিরজা। হাঁ মক্ষিকা বটে;
কিন্তু সাবধান! পশিয়াছে শিলিমুখ
ঊর্ণনাভ-জালে; দেখি কোন বলে সে বা
নিবারিবে আজি তা'র অক্ষুন্ন প্রভাব

চান্দা। (তরবারি উদ্যত করিয়া)
দেখ! নারী স্বভাবতঃ আমি; বীর্য্য-হীনা
সদা, কিন্তু আজি বিশ্ব-চক্ষে প্রদানিব
যেবা নারীবীর্য্য-মত্তা চিত্র; যুগান্তর
ধরি র'বে স্বর্ণ বর্ণে প্রজ্বলিত তাহা।
দেখরে পামর আজি, দেখুক জগৎ
বিস্ময় নয়ন মেলি স্বর্গে দেব লোকে!

দেখ, মর্ত্তে নরবৃন্দ ! পাতালে ভুজঙ্গ
দেখ,—দেখ সবে, করে তরবারি ধরি
পারে কি না নারী কভু নরবীর সনে
যুঝিতে সম্মুখ-রণে

(উভয়ের ক্ষণকাল অসিযুদ্ধ)

(যুদ্ধ করিতে করিতে মিরজা খাঁর ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ)

একি ! কোথা যাস ?
দাঁড়া ! বীরত্বের উদ্‌যাপন হইবেরে
আজি তোর। আজি আমি এ পরিখা-জলে
মানব-রাক্ষস-রক্তে আরক্তিব ত্বরা।
কোথা যাস ? দাঁড়া দাঁড়া রে যবন দস্যু !

(জয় নিনাদে সসৈন্য পলায়নতৎপর মোগল সৈন্যের প্রতি আক্রমণ)

তৃতীয় দৃশ্য।

নিজাম দুর্গাভ্যন্তরস্থ গুপ্ত কারাগৃহ।

লৌহপর্য্যঙ্কে শৃঙ্খলাবদ্ধহস্তপদ সুরেন্দ্র নিদ্রিত।

সুরেন্দ্র। [নিদ্রিতাবস্থায়]

কোথা ? কোথা ? পিতঃ ! পিতঃ ! দাড়াও দাড়াও !

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া]

বল ! বল ! কোথা ? ওই ! ভ্রূকুটি ভীষণ ।
অসি । ওই ? মার ! মার । অযোগ্য তনয়ে ।

(পুনর্ব্বার নীরব)

(পুনর্ব্বার শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা)

শৃঙ্খল ! শৃঙ্খল ! ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও

(ইতিমধ্যে জনৈক কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত ব্যক্তির সতর্কিত ভাবে দ্রুত বেগে প্রবেশ। তদ্বারা সত্বর সুরেন্দ্রের শৃঙ্খল মোচন।)

সুরেন্দ্র। (চকিত ভাবে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া)

মা'র ! মা'র ! কই ? কোথা ? দাঁড়াও ! দাঁড়াও

[বেগে প্রস্থান।

(কৃষ্ণবসনাবৃত ব্যক্তির বেগে তদনুসরণ)

পটপরিবর্ত্তন।

সম্মুখে দুর্গের সিংহদ্বার রুদ্ধ। দক্ষিণ পার্শ্বে অপ্রশস্ত অন্ধকারময় গুপ্ত পথ।

(পশ্চাদনুধাবনকারী সুরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিতে করিতে দূরে কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত ব্যক্তির প্রবেশ)

সুরেন্দ্র।

আনিলে কোথায় ?—একি। কই ?—কতদূর ?
কোথা যাব, নরদেব ?—এ যে অন্ধকার !

কৃষ্ণ-বা। কি ভয়? আইস ত্বরা নিঃশব্দ গতিতে।

সুরে। যাই—যাই—দেব!—কিন্তু নিবেদন—

কৃষ্ণ-বা। না, না.

এখন তা' নয়, বৎস, পশ্চাতে জানিবে।

এস ত্বরা করি'—

সুরে। (কিয়দ্দূর অগ্রসর) কতদূর?—কোথা যাব?

না, না, অগ্রে জানি আমি সবিশেষ করি,

কোন কুল উজলিছে মহত্ত্ব-কৌমুদী

হেন;—দেব, না মানব?—

কৃষ্ণ-বা। আইস সত্বরে।

শক্রপুরি,—বিলম্বিলে কিজানি কখন

কেবা বিপদ ঘটায়। (অগ্রসর হইয়া)

সুরেন্দ্র। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাশ্চর্য্যে)

একি! কই? কোথা

গেলে, দেব!—কোথা? কিছু নাপারি বুঝিতে।

(হতাশচিত্তে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান)

আঁধার-শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্জীব মানবে

ক্ষণ ক্ষণ প্রকাশিয়া বিদ্যুদ্দাম যথা

বিজন প্রান্তরে তা'রে করে উৎসাহিত

চকিত স্ফুরণে; কিন্তু পুনঃ কালমেঘে

আবরি বদন, করে তা'রে নিমগন
হতাশ-তিমিরে। হায়! রে দুর্ভাগা বুঝি-
আজি—সেই দশা লভে! ঘোর তমোময়
দুষ্টম্লেচ্ছ-কারাগারে, আয়স-নিগড়
পরি, মাসাতীত কাল কাটানু দারুণ
দুঃখে; গর্ভানল দীপসম সে আঁধারে
পশি উজলিলা মনোগৃহ, সকরুণ
মনে দয়াকর বিধি, মম, সুদারুণ
শৃঙ্খল ছিঁড়িল ত্বরা। সহসা হেরিনু
উদ্ঘাটিত-কারাগৃহদ্বার উজলিয়া
অসিত-বসনাবৃত অমর-বিগ্রহ
আসীন, সতর্কে মোরে ইঙ্গীৎ করিলা
অনুধাবনিতে তাঁর পদচিহ্ন ত্বরা।
অহো! ইন্দ্রজাল—

(কৃষ্ণবসনাবৃত ব্যক্তির আগমন এবং সুরেন্দ্রের পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শকরণ)

কৃষ্ণ-ব্য। চুপকর। পরিচয়
মম সত্বরে জানিবে, তুমি। এস—শীঘ্র—

সুরে। কোথা যাব?

কৃষ্ণ-ব্য। শত্রুদুর্গ হ'তে।

স্বরে। কৃপাময়!

কে আপনি? অমর না নর? মূর্ত্তিমতী
করুণা বা? কহ মোরে। নিশির নৈশিব্য
প্রভো! বর্দ্ধিতেছ কেন, সংশয়-তিমিরে
ঘোর, নিক্ষেপিয়া মোরে?—যাই, চল, দেব!
কিন্তু এ প্রার্থনা—

স্বপ্ন-ব্য। এস শীঘ্র। বিলম্বিছ

কেন আর?

(উভয়ের কিয়দ্দূর অগ্রসরণ)

ওই যে অম্বরদেশ—ওই
দেখ পূর্ব্বাশার পানে—উদ্ভাসি আলোকে
স্নিগ্ধ, শুক্রগ্রহবর, সুদূর-উন্নত
দেবদারুতরু-চূড়ে, বিশ্রামিছে,—দেখ।—
উজ্জ্বল রতনসম বাসুকির শিরে।
ললাটে ধরিয়া ওঁরে করহ গমন।
উনিই তোমার নেতা এ দুর্গম দেশে।
যাও ত্বরা, বিলম্বোনা; প্রহরার্দ্ধ ধরি
ভ্রমিয়া একান্ত চিত্তে, তরুবর-তলে
লভিবে বিরাম, বৎস! (প্রতিচি-সাগরে
সেইকালে জ্যোতির্ম্ময় সপ্তমুনিগণ

নামিবেন নিমজ্জিতে) সেইখান হ'তে—
কৃষ্ণাতীরতরুরাজিশিরে উষাদেবী
পাতিবেন হৈম-আস্তরণ সম্ভাষিতে
দিনেশেরে—পাবে দেখিবারে ; সেই কৃষ্ণা,
সেই বনস্থলি, সেই কালিকা-মন্দির
ক্রমেতে নয়নপথে উদিবে তোমার।
যাও, বৎস, বিলম্বো না। মম দরশন
লভিবে অচিরে তুমি সেই দেবালয়ে।
অভীষ্ট তোমার, তথা সকলি পূরিব ;—
যাও ত্বরা।— [অকস্মাৎ অন্তর্ধান।

সুরে। (সোদ্বেগে) দেব! দেব! দাঁড়ান!—দাঁড়ান
একি! কোথা! এঁ্যা! হায়! একি ইন্দ্রজাল!!
[বেগে প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজয় নগর। কৃষ্ণানদিতীরস্থ নিবিড়বন।

সৈকতোপরি দেবিদাস ও সুরেন্দ্র আসীন।

দেবি। (সাশ্চর্য্যে)

সে কি, প্রাণানুজ! এ যে অদ্ভুত বারতা।

সুরেন্দ্র। বলিব কি, আর্য্য! কভু নাহি দেখি, শুনি,

অপূর্ব্ব ব্যাপার হেন। যেন সর্ব্বদেশ,

কি গগন, কি ভূতল, ইন্দ্রজাল সম

লাগিল নয়নে মোর। যেন পৃথ্বিতল

হ'তে অভিনব দেশ নিবেশিত শূন্য

দেশে মায়ামন্ত্রপূত; জীবান্তরহীন;

বায়ূচ্ছ্বাস, জীবরব, মর্ম্মর-নিস্বন,

সকলি নিদ্রিত যেন ইন্দ্রজালমোহে।

কিম্বা শ্বাসহীন সবে বিস্ময় নয়ন

বিস্ফারি দেখিতেছিল নবসৃষ্ট জীব—

মোরে। ঘোরা নিশিথিনী নক্ষত্রকুন্তলা

আবরি জীবনকান্তে কৃষ্ণকেশজালে
সবিস্ময়ে নিরখিলা বদনে আমার
আধ আধ বিষাদিতা! কেন যে এরূপ
ভাব নিরখিনু, দেব, না পারি বুঝিতে
তা'র গূঢ়তত্ত্বকথা। এ হেন সময়ে
পূজ্যবর! শ্বাসশূন্য এহেন প্রদেশে,—
বসিয়া বিশাল এক দেবদারুতলে—
ভবিষ্য-ভারত ভাগ্য আছিনু ভাবিতে।
কতই যে বিভীষণ দুর্দ্দর্শন চিত্র
ভারতের ভাবিদৃশ্যে হেরিনু তখন,
স্মরিলে এখনো হিয়া কাঁপে থরথরি!
গুহ। আর্য্যা! অনিবার্য্য শোকস্রোত, উঠি
হৃদয়-সাগর হ'তে, বিচলিছে চিত্ত
মোর, ভবিষ্যৎ চিন্তা—নয়ন সমক্ষে—
ঘোরা বিভীষিকা সৃজি, সহসা বিহ্বল
করিল এখন মোরে—
দেবি। থাক্, প্রাণধন!
থাক্ সেই বিবরণ। কেন হৃদয়েরে
সুগভীরতম শোকসিন্ধুতে ডুবাবে
স্মরি সে ভীষণ চিত্র। অতল সাগরে

যথা, মগ্নতরিজন ভীম প্রভঞ্জনে
উদিতে নেহারি পুনঃ, হায় ! হতভাগ্য,
ভাবীদুরবস্থাচ্ছবি স্মরি' মনে মনে,
দ্বিগুণ যন্ত্রণাভরে হয় বিচেতিত।
জানি আমি, রে সুরেন্দ্র, ভারত-গগনে
সৌভাগ্য-তপন পুনঃ আর না উদিবে—
নতুবা মধ্যাহ্ন-দীপ্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে
গ্রাসিবে কেন, রে ভাই, রাহু অকস্মাৎ !
(উভয়েরই ক্ষণকাল নীরব বিলাপান্তর)
যা'ক ! দূর হ'ক, এবে নাহি কাজ স্মরি'
সে সব শোকের কথা। কহ মোরে, বৎস !
কেমনে নিজাম-দুর্গ হ'তে পরিত্রাণ
লভিলে আজিকে তুমি। কোন মহাজন
করুণা নিদান সেই, জানিলা যে দেব
তোমা দয়া বিতরিয়া ?

সুরেন্দ্র। অদ্ভুত কাহিনী,
দেব, শুন মম হিয়া নিবেদি চরণে
তব। সেই ক্ষণে অকস্মাৎ, হুহুঙ্কারি
ঘোর, প্রবাহিলা ভীমবেগে কালান্তক
বায়ু; ভীষণ প্রহারে কাঁপিল সমগ্র

পৃথ্বী, ভূ-কম্পনে যথা কল্পান্তে। সহসা
শৃঙ্গবর অভ্রংলিহ চূর্ণিল সতেজে ;
ঘোর ঘন-ঘটাজালে উজ্জ্বল গগন
আচ্ছন্ন হইল শেষে ! সচকিতে হেরি
আঁধার আকাশ পানে,—বিস্মিত নয়নে
দেখিনু অপূর্ব্ব দৃশ্য ;—যেন বিদারিয়া
অসীত গগন-বক্ষ, লক্ষ আশীবিষী
জ্বলন্ত অনলময়ী, মুহুরুদ্গারিয়া
রক্তোত্তপ্ত অঙ্গার-রাশি, শত বজ্রনাদে
পড়িল নিজাম-দুর্গে। অমনি জ্বলিল
পাপময়ী ম্লেচ্ছপুরী পাপ প্রজা সহ।
কেবল সে দেবদারু আশ্রয়ি' আমারে
ভীষণ প্রলয়-বার্ত্তা রহিল ঘোষিতে।
সহসা বিবেক, জ্ঞান হারায়ে পড়িনু
ভূমিতলে। কতক্ষণ সে ভাবে যে কৈনু
অতিপাত, নাহি মনে পড়ে, প্রভো, পরে
অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিত প্রায় উঠি হেরি
সচকিতে পূর্ব্বভাব, পুনঃ ;—সেই নিশা
স্তিমিত নক্ষত্রালোকে অস্পষ্ট প্রদর্শি'
প্রকৃতির স্তব্ধচিত্র—বিস্ময়-স্ফুরক,

ধরিল নয়নে মোর ;

দেবি। (সাশ্চর্য্যে) সে কি, ভ্রাতঃ ! পুনঃ

সেই পূর্ব্বদৃশ্য ! অহো ! এযে ইন্দ্রজাল—

অপূর্ব্ব ঘটন ! তা'রপর——— ——

স্বরে। তা'রপর,

পূজ্যবর ! সে অপূর্ব্বদৃশ্যে নিরখিতে

চতুর্দ্দিকে যাই প্রবর্ত্তিব দৃষ্টি মম,

আচম্বিতে দেবদারুতল উজলিয়া

হেরিনু অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কৃষ্ণবাসাবৃত !

বিষাদমণ্ডিত চিত্র, নয়ন হইতে

অজস্র শোণিত ধারা নিঃস্রবি সবেগে

আর্দ্রিছে বসন তাঁ'র ; সরক্ত নয়ন

আকুঞ্চি সঘনে দেব আদেশিলা মোরে

অনুধাবনিতে তাঁ'র পদচিহ্ন ত্বরা !

(ওঃ !)—কিযে সে মুরতি, দেব, হেরিনু নয়নে

স্মরিলে হৃৎপিণ্ড, হায় ! ছিন্ন হয় মম।

অবিলম্বে পিতৃবাক্যে সম্বোধি তাঁহারে

উঠিনু যুগল পদ পূজিতে তখনি।

অদৃশ্য হইলা দেব !—নীরবে—বিস্ময়ে

নেহারিনু চতুর্দ্দিক ! পুনশ্চ ভৈরব

বিকট ভ্রূভঙ্গ করি দীপ্ত অসি করে
বিভীষিলা যেন মোরে হেরি বিলম্বিত
পশ্চাদ্গমনে তাঁ'র। সলক্ষে অমনি
উঠিতে ভূতল হ'তে যাইব যেমন
সুদৃঢ় নিগড় মোর রোধিল সহসা
উত্থান-শকতি, হায়! হতাশ-হৃদয়ে
পড়িনু আবার ভূমে। ছেদিলা অমনি
দেব ক্ষিপ্র হস্তে ধরি কঠিন শৃঙ্খল
মম; ক্ষণ না বিলম্বি, মুক্তহস্তপদে
'দাঁড়ান' 'দাড়ান' বলি হৈনু প্রধাবিত
উদ্ঘাটিত দ্বারপথে। সংঘটিল পরে
যাহা, ও পদ-পঙ্কজে, দেব, নিবেদিছি
যথাবিধি। দয়াকর অতি তিনি, নাথ!
নতুবা দীনের প্রতি করুণা-কটাক্ষে
রক্ষিবেন কেন তা'রে সে রাক্ষস-পুরে?
কিন্তু এ কি গো বিচিত্র! নিদ্রিতে দেখিনু
যাহা পুনঃ তা' জাগ্রতে। সেই সে অসিত
বাস,—বিষাদিত বেশ, মুহুঃ রক্তধারা
সেই নয়নান্ত হ'তে অজস্র গলিত।
কেন যে সে বেশ তাঁ'র হেরিনু নয়নে

না পারি বুঝিতে তাহা। হায়! পূজ্যবর!
দরিদ্রের হারানিধি—অমূল্য রতনে
বহুদিন পরে যদি ভুজঙ্গিনি দন্তে
জর্জ্জরিত বিষরসে নিরখে দুর্ভাগা,
অথবা শৈশবে পূজ্য প্রিয় পিতৃদেবে
নিরুদ্দেশ চিরতরে নিরখে তনয়,—
বহুকালান্তরে পুনঃ ছিন্ন শির তাঁ'র
আপ্লুত শোণিতে—ওহ!—হয় নিপতিত
দুর্ভাগা-নয়ন-পথে; পারে কিসে পাপ
প্রাণি ক্ষণেকের তরে ধরিতে হৃদয়ে
নিজ?—পারিনে—পারিনে, অহো!

প্রাণ যায়—

(মূর্চ্ছিত হইয়া, পতন)

দেবি। (সোদ্বেগে)

একি! একি! এঁ্যা! একি সর্ব্বনাশ হ'ল!
উঠ প্রাণধন! উঠ, ক্ষত্রিয়-গৌরব!
একি! একি! ভ্রাতঃ! তব ভীষণ-আনন!
বিকট ভ্রূভঙ্গি, ঘন দন্ত কড়মড়ি
আরক্ত-স্ফারিত নেত্রে মুহুর্নিরখিছ!
ওহ! একি ভীম চিত্র তব—

সুরে। (সবলে উত্থিত হইয়া) না, না,—অসি ?
এই অসি,—এই লৌহময় হৃদি !—যাই—
দাঁড়ান—দাঁড়ান,—যাব—কই সে যবন !—
(নিষ্কোষ অসি হস্তে বেগে প্রস্থান।

দেবি : একি। কোথা যাও? অহো! একিরে মূরতি!
(বেগে সুরেন্দ্রের পশ্চাদনুসরণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আমাদনগরের উত্তরপার্শ্বস্থ বনস্থলিমধ্যে আকবরের শিবির।

বিবিধ রত্নখচিত বিচিত্র আস্তরণে সম্রাট আসীন
দক্ষিণ পার্শ্বে মুরদ, বামপার্শ্বে কতিপয়
উচ্চোচ্চ কর্ম্মচারী এবং সম্মুখে
মিরজা খাঁ বিষণ্ণ বদনে
দণ্ডায়মান।

আকবর। বল, মিরজা খাঁ ! বল প্রকাশি সত্বর
সত্য কি গৌরব-সূর্য্য, আজি অকস্মাৎ
আঁধারি মোগলাকাশ, ভীম রাহুগ্রাসে
গ্রস্ত, হায়, এত দিনে। অহো ! কি দুর্দ্দিন !
যে প্রচণ্ড রবি-চ্ছবি বিকট নেহারি’

সভয়-অন্তরে দূরে বেগে পলাইত
সহস্র দুরন্ত রাহু ; আজি সে মার্ত্তণ্ডে
কি রে ক্ষীণা কাদম্বিনী বসন-অঞ্চলে
হায় ! আবরিল ধরি' ! একি দুর্ঘটন
অদৃষ্ট-অশ্রুতপূর্ব্ব ! ভারত-সরসে
হায় ! এক নালোপরি দুইটী সরোজ—
সুখ আর শান্তি—ফুটি সহাস্যে শোভিত
হৃদয় তাহার সদা ; হায় রে ! করিণী
পশি' সে সরসি মাঝে অনা'সে ছিঁড়িল
সেই যুগল রতনে ! একি আবর্ত্তন
সময়-চক্রের আজি বিধি-বিগর্হিত !
কহরে, মানস মোর বিশ্বাস না মানে।
কভু কি অপার সিন্ধু পারে উত্তরিতে
সলক্ষেতে শৃগালিনী ?

মিরজা খাঁ। হায় ! দিল্লীশ্বর।

কেন আর নারকীরে সে বারতা পুনঃ
জিজ্ঞাসহ, প্রাজ্ঞবর, দারুণ যন্ত্রণা
বাড়াতে দ্বিগুণ সুধু ? নরকের কীট
বিশ্বাস-ঘাতক, অহো ! এ তিন ভুবনে
বল আর কেবা আছে ? দিগন্ত ব্যাপিত

যশের সৌরভ আজি এ নারকী হ'তে
বিনষ্ট হইল ! ধিক্ ! রে নির্ল্লজ্জ প্রাণ !
এখনো এ দেহে কোন সুখেচ্ছায়, মূঢ় !
ত্যজিতে না চাস্ ? দূর ! দূর হ' ! দূর হ' !
ক্ষণেকের তরে পাপকলঙ্কিত মুখ
জগত সম্মুখে নাহি চাহি ধরিবারে ।
ঢাকুক,—ঢাকুক লজ্জা—ঘৃণা—পাপময়ী
কালমেঘাম্বরে আজি এ পাপ-বদনে
জগত-নয়ন হ'তে ।——

(ক্ষণপরে) হায় ! নরনাথ !

কেমনে প্রকাশি আজি আপন বদনে
স্বকৃত-কলঙ্ক-কথা ! যে ঘোর জ্বলনে
জ্বালাইনু নিজকরে সমস্ত ভারতে,
কেমনে সে বিষমাগ্নি পুনঃ জ্বালাইব
হৃদয়-কাননে তব ? ক্ষম, দেব, ক্ষম
এ পাপীরে পাপ-প্রতিফল তা'র ত্বরা
প্রদানিয়া ।

আক । (সনিশ্বাসে) ওহ ! প্রতিফল ! রাজদণ্ড !
বিদরে হৃদয়, বৎস, নিজ পুত্র হ'লে
অবহেলে নীতিমতে কঠোর শাসনে

পারিতাম শাসিবারে। কিন্তু, প্রিয়তম!
বিধাতা নিদয়—এত দিনে এ দীনেরে
বিষম পরীক্ষাস্থলে আনিয়া স্থাপিলা,
তরুণ বয়স্কজনে, যথারে তারুণ্যে,
পাপ-পুণ্য দুই দ্বার অসম-ভূষিত
উন্মুক্ত নয়ন-পথে যাহার যখন।
কিন্তু, হায়! জানি' শুনি' পাপপথ হ'ল
প্রবেশিতে শেষে আজি কৃতজ্ঞতাদেশে!
কৃতজ্ঞতা-দৃঢ় ডোরে জনক তোমার
বীরেন্দ্র বৈরাম খান রাখিলা আবদ্ধি'
ভারত-সম্রাড়ীশ্বরে; চিরদিন তরে
অভেদ্যর, অনশ্বর, এ জগতি-তলে
তাহা। কিন্তু এবে, হায়, কেমনেরে ছিঁড়ি
সে মঙ্গলময় সূত্রে দারুণ দুগ্রহে
দেশে প্রশ্রয়ির আমি? দেবতা-আক্রোশে
যথা ব্রতপুত ডোরে ছিঁড়ি মূঢ়মতি
ব্রতী!—

মুরদ। সে কি, দেব, সামান্য বিষয় তরে
বিষম চিন্তনে কেন বিষাদিত আজি
ধীর চিত্ত তব। কেন? সেনানি-নায়ক

কিসে অপরাধী এত ? বিধাতৃ-বিধানে
পরাজিত রণভূমে মিরজা অরিজিৎ।
উহার কি দোষ এতে ? প্রাণপণ করি
অরিদলে ন্যায়রণে যুঝিলা বলীন্দ্র ;
আমি ত, রাজেন্দ্র, সব নয়ন-সমক্ষে
প্রত্যক্ষিনু যথাবিধি।

আক। সকলি ত সত্য,
বৎস ! কিন্তু হিন্দু প্রজাগণ বিশ্বাসিবে
নাহি কভু এ বারতা। ভাবি দেখ মনে
ভারত-অদৃষ্ট নেমি বিশ্বস্রষ্টা বিধি
এ নিকৃষ্ট জন-করে সমর্পিলা এবে।
আমারি কৌশল-ক্রমে প্রজাগণ মম
ভুঞ্জিবেক সমৃদ্ধিতা, সুখ, শান্তি, দুঃখ।
কিন্তু সে সবার ফল অর্পিবে আমারে
প্রাণধন ! রাজদোষে দুষ্ট রাজ্য—গুণে
সুরক্ষিত, বিধি-সুবিহিত এই বিধি
চিরন্তন। মন্দভাগ্য আমি, বৎস, এবে,
নতুবা রে শান্তিসুখ-সুপ্ত প্রজাগণ
অকালে বিনিদ্র কেন হ'ল অকস্মাৎ !
নতুবা প্রলয় বায়ু প্রবাহি' সহসা

উৎক্ষেপিবে জলরাশি জলজীব সহ
প্রশান্ত সরসি হ'তে। সুগভীর শান্তি
রাজি'ছিল এত দিন এ ভারত-রাজ্যে।
হায়! এবে নিজ কার্য্যদোষে চিরতরে
বঞ্চিত এ আর্য্যভূমি সে সুখসম্ভোগে।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। (সবিনয়ে)
জাঁহাপনা! মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী যেন
সন্ন্যাসিনী দেহ ধরি' উপস্থিত আজি
এ তব শিবিরদ্বারে। কি আদেশ দাসে—

আক। সম্মানিয়া যথোচিত আনহ তাঁহারে,
সাক্ষাৎ দেবতা তিনি বুঝিনু অন্তরে।

(সৈনিকের প্রস্থান ও সন্ন্যাসিনীর সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

(সকলের প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ)

সন্ন্যাসিনী। জয়োস্তু। দিল্লীশ! আজি সামান্য বিষয়ে
ধীরচিত্ত চঞ্চলিত কেন তব হেরি?
ভারত-হিতসাধনে হৃদয় তোমার
সদা সমভাবে রত, জানি তা', বাছনি!
যত দিন আর্য্যভূমি যতনে তোমার
লভিবে বিমল সুখ, শান্তি, প্রকৃষ্টতা,

রক্ষিবেন ততদিন আর্য্য-রাজ-লক্ষ্মী
উৎপাতী বিপদ হ'তে, বৎস! তোমাধনে।
দুর্গ্রহ, আতঙ্ক, ঈতি,—অনিষ্ট লক্ষণ
না পারিবে আক্রমিতে অক্ষুন্ন বিক্রমে
তব। জিজ্ঞাসহ তবে যদি পরাজিত
কি কারণে সেনাদল তব দাক্ষিণাত্যে?
শুন, বৎস, মর্দ্দিয়া,—পরাজয় নহে
তাহা—প্রলোভন মাত্র; কাল জলধরে।
যথা ভীম প্রভঞ্জন-ক্ষণ স্তব্ধ থাকি,
প্রলোভয়ে প্রসারিতে নিজ কৃষ্ণচ্ছত্রে
সানন্দে জগত-রাজ্যে, পুনঃ অকস্মাৎ
ভীম দন্তকড়মড়ি ঘোর হুহুঙ্কারে
উঠিয়া প্রলয়বায়ু আক্রমে জলদে
লণ্ডভণ্ড শতখণ্ডে নিশ্বাস-ফুৎকারে
দূরে নিক্ষেপয়ে তা'রে; বিজিত কি, জিষ্ণু!
কহ প্রভঞ্জন তবে জলদ নিকটে?
না, বৎস, তেমতি জেনো পরাজয় তব
চান্দাব নিকটে—অর্থহীন, প্রলোভন
বলি তা'রে। ক্ষণকাল পরে সবিশেষ
বুঝিবে বাছনি! এবে সেই ক্রূরমতি

তেজস্বিনী বৃথা তেজে, শমন-প্রেরিত,
আসিছে যুঝিতে, বৎস, তব চমূ সহ;
সদলে সিংহের সহ যথা শৃগালিনী।
যাও, বাছা, অবিলম্বে সম্মুখিতে তা'রে।
নিশ্চয় বিনাশ তা'র আজি কালরণে;
নিশ্চয় নিজামবংশ ধ্বংসিবে অচিরে;
কহিনু এ সারবাণী।

মাক। (করজোড়ে) কহ, মাতঃ! দীনে,
আজি কি ভারতলক্ষ্মী অভাগা তনয়ে
আইলা গো ছলিবারে?—এ'কি মায়া তব,
দয়াময়ি!————

সন্ন্যা। উদাসিনী আমি। ভ্রমিতেছি
নানাস্থানে, নানাতীর্থে, ব্রতী একমাত্র
ভারত-হিত-সাধনে। ভারতের হিত
একমাত্র মূলমন্ত্র। সমস্ত ভারতে
একমাত্র উপযুক্ত ভারত-হিতৈষী
হেরিলাম তোমাধনে। বিজাতীয় প্রতি
হেন অকৃত্রিম স্নেহ, অচলা ভকতি,
কভু নাহি হেরি কোথা। বড় তুষ্ট হৈনু
নিরখি তোমারে, বৎস! এই আশীষিনু

যেন প্রাতঃস্মরণীয় জগতের নাম
কি জাতীয়,—বিজাতীয়, রাজন্য সমাজে।

আক। (প্রণাম করিয়া)

শিরোধার্য্য, আশীর্ব্বাদ তব এ দাসের,
মাতঃ! বহুপুণ্য ফলে লভিল এ কিঙ্কর
শ্রীচরণ দরশন।—শান্তিধন্য মোরে!

সন্ন্যা। যাও, বৎস, বিলম্বো না,—যাও ত্বরা করি
রক্ষিতে সোদরগণে তব, দাক্ষিণাত্যে
মৃত্যুমুখে প্রায় হ'তে।—

(অন্তরালে মেঘগর্জ্জন এবং সন্ন্যাসিনীর অন্তর্দ্ধান)

সকলে। (সবিস্ময়ে) একি!—একি! মাতঃ!—

আক। নিশ্চয় বুঝিনু আজি ভারত জননী
হতাশ তমসাবৃত হৃদয় আমার
উৎসাহ-আলোকে দীপ্ত করিবার তরে
আসিলা এ ছদ্মবেশে।—চলহ সকলে
সুসজ্জিতে অঙ্গ আজি আয়ুধ সজ্জায়।

সকলে। জয় ভারতের জয়!—জয় দিল্লীশ্বর!

(প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৃষ্ণা-নদী-তীরস্থ শ্মশানভূমি।

(শূন্যদেশ হইতে ভূমিতলে সন্ন্যাসিনীর অবতরণ)

সন্ন্যা। (হস্তস্থ ত্রিশূল উদ্যত করিয়া গম্ভীর স্বরে)

কালিকা, করালি, কালান্তকারিণি।

করাল-কৃপাণ-খর্পর-ধারিণি!

কামাখ্যা, কামদা, যোগিনি, যোগমা!

যোগিনি, ডাকিনি, প্রেতিনি, শঙ্খিনি,!

কালভয়হরা, কালভয়ঙ্করি!

কালকূটকণ্ঠ-কাল সহচরি!

নমামি কালিকা কালান্তকারিণী,

কালকূটকণ্ঠবক্ষবিহারিণী!

উর ত্বরা করি, সহ সহচরী

কালভয়হরা কালভয়ঙ্করী!

উর—উর মাতঃ!—উর ত্বরা করি,

নমামি কালিকা কালান্ত-কারিণী

করালী-যোগিনী-প্রেতিনী-সঙ্গিনী।

ডাক মা, ডাকিনী, শঙ্খিনী, যোগিনী;

ডাক চন্দ্র সূর্য্যে গ্রহ তারাদল,
ছাড় যোগবল করুক চঞ্চল,
আকাশের মেঘ, জলধির জল,
ভীম কড়মড়ি' গগন বিদারি'
চল সৌদামিনী সতেজে উপাড়ি',
ছিঁড়ি রসাতল ভুজঙ্গিনী দল
দাঁতেতে কামড়ি নখাঘাতে ছিঁড়ি'
টানি' ভীম বলে করুক চঞ্চল।
উগারিয়া বিষ—কাল-হলাহল,
ঢাকুক আকাশ—ঢাকুক পাতাল।
উঠ রে ডাকিনি, প্রেতিনি, যোগিনি!
উর—উর—উর—শঙ্খিনি, নাগিনি!
চল বাধি ত্বরা চান্দা কলঙ্কিনী।

(ত্রিশূল ঘূর্ণিত করণ)

(অকস্মাৎ ভূমিতল হইতে আলোক প্রকাশ এবং যোগিনীত্রয়ের আবির্ভাব)

গীত।

মুলতান—একতালা।

কালিকা-আদেশে, মোরা ভ্রমণ করি
শূন্যেতে জলদের উপার।

বজ্রশব্দ।

যোগের আসনে, পঙ্কজ-চরণে,

নতশিরে সবে বন্দন করে ;

এস, আনন্দ অন্তরে ভুবন ভিতরে,

জ্বলি, রবি, তোমার শিরে এবার।

ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন এবং সন্ন্যাসিনী ও যোগিনীগণের

অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান,

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

—

আমাদনগর দুর্গসম্মুখস্থ প্রশস্ত ক্ষেত্র।

(নেপথ্যে — রণবাদ্য — 'জয় নিজামের জয়')

মিরজাখাঁর দ্রুতবেগে প্রবেশ।

মিরজা খাঁ। (বিরক্ত হইয়া)

আঃ! এ কি! লজ্জা! রোধ রে শ্রবণ পথ।
মণ্ডুক নিনাদ শুনি [illegible] যেন
ভয়ার্ত্ত-হৃদয়ে, হায়! হ'ল অন্তর্হিত!
অথবা কেশরিকুল পলা'ল সুদূরে
ফেরুর বিজয়-নাদ শুনিয়া সভয়ে!
এ কি, রে, অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ব্যাপার!
কেশরী ?—কেশরী ?—হায়! শত ধিক মোরে
ভীরু। কাপুরুষ। না, না, আরো ঘৃণাস্পদ
পদবাচ্য। হা কি লজ্জা: কি ঘৃণা! ডুবিল
মোগল-গৌরব-রবি কলঙ্ক-নিশাতে ?
ঘৃণা!—লজ্জা!—তমস্বিনি! আবর ত্বরিত

ঘোর অন্ধকারে আজি জগৎ-বদন ।
না পারে, দেখাতে যেন কলঙ্কিত মুখ
হেন কাপুরুষ—ভীরু—আততায়ী সবে !
(নেপথ্যে)—দাঁড়াও,মোগলগণ ! করো না রে পলায়ন,
দাঁড়াও—যেও না সবে বৃথা ভয় করি ।
তেজিয়া সমরাঙ্গণ শত্রুমুখে পলায়ন
বীর হ'য়ে ! হা কি লজ্জা । একি আজি হেরি !
মিরজা ।—গভীর জীমূতমন্দ্রে—শত সিংহ-নাদে
বিদারি' সমরভূমি কেবা ও ভর্ৎসিছে
বীরেন্দ্র-উৎসাহ-নাদে ?—একি যুবরাজ ?
না—এ যে অজ্ঞাত স্বর ।—ওই বুঝি পুনঃ—
(নেপথ্যে)—বীরেন্দ্র-তৈমুর-কুলে কলঙ্কের কালি ঢেলে
যাস্ না রে ভীরুগণ । পাপপ্রাণ তরে ।
কোথা যাবি ? ফিরে আয়,
ওই দেখ্ ডুবে যায়
মোগল-গৌরব রবি অতল সাগরে ।
মোগল সন্তান হ'য়ে দেখিবি কি ক'রে ?
করে তরবারি ধরি'
নারীর সমরে হারি
করিস্—পুরুষ হ'য়ে দূরে পলায়ন !

পাপমুখ কোন প্রাণে
দেখাব জগত জনে !
হেরিলে রমণী-কুল মুদিবে নয়ন !
হা ধিক ! পাতালশায়ী হ'ক রে ভুবন।

মিরজা। আর নয়। রণদেব ! নিশ্চয় বুঝিনু
তব চিরকাল-প্রিয় মোগল-অন্বয়ে
ভীরু প্রাদুর্ভাব হেরি, কুপিত হৃদয়ে
ছলিছ ধিক্কারে আজি। ক্ষম, নরাধমে,
দেব ! তব পদতলে উৎসর্গীব পাপ
প্রাণ ; দেখো, সুরবর ! [illegible]

[illegible]

অপর পার্শ্ব দিয়া মামুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে
জনৈক কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত বীরের প্রবেশ।

কৃষ্ণ-বী। (যুদ্ধ করিতে করিতে)
দেখিব, রে ম্লেচ্ছদস্যু ! কিবা বাহুবলে
লভিবি নিষ্কৃতি আজি শমন-নিকটে—

মামুদ। (প্রতিঘাত প্রদান করিতে করিতে)
দেখ্ ;— বিন্দুমাত্র রক্ত ধমনী ভিতরে
থাকিতে রে প্রবাহিত, শত্রুপদতলে
রাখিব না অসি মম—

(উভয়ে ক্ষণকাল অসিযুদ্ধ)

কৃষ্ণবর্ম্মারতবীর। (মামুদকে ভূতলে পতিত করি এবং তাহার বক্ষস্থলে স্বীয় জানুদ্বয় স্থাপিত করিয়া বামহস্তে তাহার গলদেশ ধারণ ও অপর হস্তে উন্মুক্ত তরবার উত্তোলন করিয়া সদর্পে)—

আচ্ছা, এই বার

ভীরু, নরকুলাধম! কে রক্ষিবে তোরে
কৃপাণ-করাল-গ্রাসে?—

মামুদ। (বিফলোদ্যম হইয়া নিজ তরবার দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সদর্পে)— চাহিনা—চাহিনা—
রক্ষিতে জীবন মম কাফেরের করে।
বধ অগ্রে—নাশ হৃদিজ্বালা—

কৃষ্ণ-বর্মা। (মামুদের হৃদয়ে অস্ত্রফলক প্রবেশ করাইয়া)— এইবার,
ক্ষত্রিয় হৃদয়জ্বালা নিবারিব আজি
যবন-হৃদয় রক্তে। যা, এবে নরকে—
প্রদানিতে সুসংবাদ—চান্দা আশু যাবে।

মামুদ। (কম্পিত ও ভগ্নস্বরে)
বৃথা আশা—তোর ভীরু—কাফের—অ-ধ-ম—

পা-রি-নি-স -পা —রি —নি —না— (মৃত্যু)

[illegible] বা। দেখা যাবে তাহা।

(মামুদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া)

চূর্ণিব অগ্রে তোর আজি নিজামের দুর্গ

এই ভীম পদাঘাতে তোর শির সম।

(রণদেবের অসিগ্রহণ ও বেগে প্রস্থান।)

(নেপথ্যে)—"আল্লা আল্লাহো আকবর।"

অপর দিক দিয়া মিরজাখাঁর সসৈন্যে প্রবেশ।

মিরজা। ধন্য, রে মোগল সৈন্য! ধন্য বীরত্ব
তো সবার। শুভাদৃষ্টগুণে সুরক্ষিত
[illegible]দাক্ষিণাত্য আজি মোগলের পায়ে।
আজি কৃপা বিতরিয়া রণদেব—
(মামুদের শবদেহ দর্শনে চমকিত হইয়া)—একি!
কা'র শবদেহ, দেখ,—পতিত ওখানে—
দেখ—দেখ—বিশেষিয়া—
(নিকটে গমন ও দর্শন) ওহে মামুদের!
(সানন্দে) কে বধিল?—রণদেব! ধন্য দয়া তব।
ধন্য—ধন্য দিল্লীশ্বর—তব কৃপাগুণে
লভিলা এ জয় আজি,—সুরবীরেশ্বর।
আহা! কি সৌভাগ্য! হত দুর্ম্মদ মামুদ,

পলায়িত যুথাদস্তু মত্ত সুলতানী।—

কিন্তু, না, চান্দার রক্তে অবশ্য শান্তিব

এ নয় অসির তৃষা!—দেখি চল, সবে

কোন গুপ্তস্থানে দুষ্টা লভিছে আশ্রয়;

নগর নিখাত ভিন্ন, আশ্রয় কাহার

নাহি আর কোন স্থানে। চল—দেখি—সবে—

(জাফরের শবদেহ নির্দ্দেশ করিয়া কপিলাস সৈনি-

কের প্রতি।) নিক্ষেপ পিশাচদেহ পরিখা সলিলে;

না সাধিব অন্ত্যক্রিয়া ওর শাস্ত্রমতে।

(সৈন্যগণের জয়ধ্বনি করণ)

সকলে। জয় ভারতের জয়! জয় দিল্লীশ্বর!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আমেদনগরের পশ্চিমপার্শ্বস্থ পর্ব্বত প্রদেশ।

ভয়ার্ত্তহৃদয়ে চান্দার প্রবেশ।

চান্দা। (সভয়ে চতুর্দ্দিক অবলোকন)

একি! কতদূর আজি পড়িনু আসিয়া

তুঙ্গশৃঙ্গধররাজি দূর নীলাম্বরে

ভেদিয়া সদর্পে যেন বিকট ভ্রূভঙ্গে
রোধিতে পতঙ্গগতি রয়েছে জাগ্রত !
বিজন,—প্রশান্ত দেশ—। ঘোর নিস্তব্ধতা
বসি, শূন্য-সিংহাসনে গম্ভীর সতর্কে
শাসিতেছে নিজ রাজ্য। পবন-উচ্ছ্বাস,
বিহগ-নিস্বন কিম্বা শাসনে তাহার
ভয়ার্ত হৃদয়ে আজি হয়েছে নিক্রান্ত।
একমাত্র প্রতিধ্বনি—প্রহরী তাহার
জাগিতেছে সাবধানে ; যেমন প্রকৃতি
কল্পান্তসময়ে, যবে সমগ্র ভুবন
প্রলয় পয়োধিজলে ঢালে নিজ দেহ।
সকলি নিস্তব্ধ,—কিন্তু হৃদয় আমার
ঘন দুরুদুরু কেন ঘোর আশঙ্কায়
কাঁপিতেছে হেথা পুনঃ ? যেই এক মাত্র
ভয়ে, শব্দময় স্থান—লোকালয়, ঘন
দ্রুমালয় কিম্বা ক্ষণকাল মাত্র, হায়,
নারিনু তিষ্ঠিতে কোথা ; সামান্য মর্ম্মরে
উড়িল পরাণ, তাই লইনু আশ্রয়
আসি এ বিজন ভূমে। কিন্তু কই ? কোথা
হৃদয়ের শান্তি মম ? এখানেও পুনঃ

প্রতিধ্বনি কাঁপাইছে হায়, চিত্ত মম !
শত ঘোর বজ্রনাদে উল্লাস-অন্তরে
শুনেছি শ্রবণে যেই, হায় রে ! কেন না
ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি মাত্র সে শ্রবণ মম
শুনিতে না চায় আজি ? একি রে ভীরুতা,
কেন আক্রমিল আজি হৃদয়ে আমার ?
ওই যে শৃগাল মোরে নিরখি সভয়ে
আশ্রয় লইতে দূরে বেগে পলাইছে,
ওকেও হেরিয়া আজি হৃদয় আমার
বিনয় সংশয়ে সদা হ'তেছে জড়িত।
হায় ! কোথা যাই তবে—কোথা বা আশ্রয়—
(নেপথ্যে)—দুরন্ত নরককুণ্ডে লভিবি আশ্রয়
দাঁড়া রে, রে দুষ্কর্মি !—

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

চান্দা। (সভয়ে) ওকি। কেবা ও আসিছে
ভীমা যম-দূতী সম তরবারি করে !
এ্যাঁ কোথা যাই, হায় ! এইবার বুঝি
নাহিক নিস্তার আর,—পলাব কোথায় ?
(পলায়নোদ্যোগ পুনর্ব্বার সভয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া)
ওহ্ ! ওহ্। একি ! একি ! যে দিকে নিরখি

সেই দিক হ'তে ওই ভীষণ মূরতি
আক্রমিছে মোরে, হায়!—

(স্খলিত পদে পতন পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া পলায়নোদ্যম।)

সন্ধ্যা। (বেগে আক্রমণ) কোথা যাস্? দাঁড়া—
ভীরুতা-কলঙ্কপঙ্কে বীরত্ব-গৌরব
অর্পিয়া পলা'বি কোথা পাপ-প্রাণ ল'য়ে?
দাঁড়া; যমদূতিকরে নাহিক নিস্তার
তোর আজি কোন মতে। খণ্ড খণ্ড করি
অস্থি মজ্জা মাংস তোর পার্ব্বত্য শ্বাপদে
দিব রে রাক্ষসি, আজি। পাপ বক্ষ চিরি
উত্তপ্ত শোণিতে তোর, স্বর্গীয় প্রাণেশে
তর্পিণব—তর্পিব—জানিবি নিশ্চয়

(বেগে পলায়মানা চান্দার পশ্চাদনুসরণ)।

(নেপথ্যে)--এই দিকে--এই দিকে, স্থির কহিতেছি।
নিশ্চয় দর্শন তাঁ'র লভিব এখানে।
এস, যুবরাজ, ত্বরা——

(নেপথ্যে) —সত্য! কই? কোথা?
আসুন, নরেন্দ্র, দেখা যা'ক এই স্থানে।

(অপর পার্শ্বে মুরদ ও মিরজা খাঁর প্রবেশ।)

মিরজা। (চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া)
যুবরাজ, মম মন হেন মানিতেছে

দর্শন তাঁহার যেন এখনি লভিব
এ গিরিপ্রদেশ মধ্যে ! সেই শূরবর
যেন প্রসাদিতে দাসে করুণা বিতরি
শ্রীচরণ দরশন দিবেন অধীনে ।
হায়, দেব, মন্দভাগ্য অতি এ অধম,
নতুবা সে দেবদেহ ক্ষণকাল তরে
এ দগ্ধ নয়নপথে না পড়িল পুনঃ ;
ছায়া যথা ঘোরতর অন্ধকারে পশি
দেখিতে দেখিতে হয় সহসা অদৃশ্য,
তেমতি সে বীরবর কান্ত বরবপু
চকিতে প্রদর্শি পুনঃ ওই গিরি-পার্শ্বে
অদৃশ্য হইলা কোথা—(অকস্মাৎ সচকিতে)

ওকি ! ওকি ! শুন—

(নেপথ্যে-দূরে)—

"দাঁড়ারে, রাক্ষসি ! দাঁড়া ;—কোথা যাবি দাঁড়া !"

মিরজা। (সাগ্রহে) দেব ! দেব ! সেই স্বর,

মুরদ। (সোৎসুকে) চল, চল, তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্বদিয়া-সুরেন্দ্র ও দেবিদাসের প্রবেশ)

সুরেন্দ্র। কহ, দেব, কহ মোরে কৃপা বিতরিয়া

কোথায়, কি বেশে মম মাতারে হেরিলে ?
কহ, আর্য্য, চিত্ত মম ধৈর্য্য না মানে—
দেবি। শান্ত হও, প্রাণানুজ,— শুন মন দিয়া
কি বেশে, কোথায় মম মাতারে হেরিনু :
দেখ, এই গিরিবর-অধিত্যকাদেশে
যা'র ক্রোড়দেশে, দূরপথ অতিক্রমি
বলাহকদল-ওই দেখ—বিশ্রামিছে,
সেই উচ্চতম স্থানে মাতারে দেখিনু !
কিন্তু, কি যে বেশে তাঁরে নিরখিনু, ভাই,
স্মরি হিয়া দুরুদুরু কাঁপি'ছে এখন !
ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি 'রক্তদন্তা' যথা
দেবারি দানববক্ষ তীক্ষ্ণ নখাঘাতে
বিদারি শোণিতধারা লোল জিহ্বাধরি
পিয়েছিলা বারম্বার, ভাইরে, হেরিনু
সেই সে ভৈরবীমূর্ত্তি জননীর মম !
বিকট ভ্রূকুটিচ্ছবি দন্তকড়মড়ি
করজ-কুলিশ-পাতে চান্দাবক্ষ চিরি
বিস্তারিয়া লোলজিহ্বা অশনি-গর্জ্জনে
পিয়ি'ছেন রক্ত তা'র ! ওহ্! কি সে বেশ
বিভীষণ দেখ ভাবি মনে। হায় ! বৎস,

ভীষণ প্রতিজিঘাংশা হেন কোন কালে
দেখি নাই—শুনি নাই নরকুল মাঝে !
এবে সে ভৈরব ভাব হেরি স্বনয়নে
বিস্ময় মানিনু অতি ।

(সাশ্চর্য্যে দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া)

ওই ! ওই ! দেখ
রক্তদন্তা-ভীমবেশ, পাগলিনী প্রায়
খল খল হাসে ওই আসিছেন মাতা !
দেখ—দেখ ! কি বিকৃতি সে সৌম্য প্রকৃতি
লভিয়াছে, হায়, বৎস ! ওই ।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ ।

সন্ন্যা। কেন, বাপ !
তোমা দোঁহে স্তব্ধভাবে বিস্মিত নয়নে
চাহিতেছ মম পানে। বিস্ময়-সূচক
কিবা ভাব নিরখিলে শরীরে আমার ?
'রক্তদন্তা' এ মূরতি ? আহা ! প্রাণধন !
কি শুভ দিবস আজি মোদের আগত ।
কি সুক্ষণে বিভাবরী পোহায়িলা আজি ।
(সুরেন্দ্রকে) ধন্য তব বাহুবল, হৃদয় কুমার !
প্রভাবে যাহার মুররাক্ষস-পাংশুলা

সবংশে নরকগতা চান্দাভুজঙ্গিনী
ধন্য আমি—মাতা তব, হেন পুত্রদ্বয়ে
ক্ষত্রিয়-উচিত গর্ভে করেছি ধারণ।
এস, বৎস ! এস আজি রক্তাক্ত হৃদয়ে
ধরি, বাপ, তোমা দোঁহে, বিষম বেদন
পাসরিব এতদিনে। এতদিনে বিধি
কৃপাময়, সুবিধান করি পূর্ণিলেন
চিরমনোরথ মম। একমাত্র ব্রত
যেই প্রাণপণ করি' পালিতে সহিনু
দুঃসহ যাতনা এত ; হায়! যা'র জন্য
রমণীকুলানুচিত নৃশংস ব্যাপারে
কাটাইনু এতকাল রমণী হইয়া ;
ভীরুতা, মমতা তেজি' প্রচ্ছন্ন আকারে
দুর্গম নিজাম দুর্গে ম্লেচ্ছপূরিমধ্যে
নিঃশঙ্কে প্রবেশি অন্ধকারাগার হ'তে
মুক্তিনু সুরেন্দ্রধনে দারুণ শৃঙ্খলে,
ভীমা তরবারি ধরি রাক্ষসী চান্দার
পাপময় বজ্রবক্ষঃ বজ্রনখাঘাতে
বিদারি' শোণিতধারা রক্তদন্তা সম
পিয়িনু এ ভীমাকারে,—সফল করিনু

ভীষণ প্রতিজিঘাংশা এতদিন পরে

এবে তা'র উদ্‌যাপন দেখুক জগত ;

দেখুক জগত এই রক্তদন্তা বেশ।

যাও এবে বৎসগণ, বিজয় নগরে

পিতৃরাজ্য-সিংহাসন অচিরে লভিবে

আকবর-সুপ্রসাদে। কাল পূর্ণ এবে

মম ;—মাগো তোমাদের যাচি'ছে বিদায়

আজি চিরকাল তরে

দেবি ও সুরেন্দ্র। (সোৎকণ্ঠে) সেকি ! সেকি ! মাতঃ

কোথা যাবে ?—কোথা যাবে ?—

সন্ন্যা। চিরশান্তিধামে।

কেন বৎসগণ, খেদ কিসে তোমাদের ?

বিষম যাতনা এড়ি' চিরশান্তিধামে

লভিব অসীম সুখ চিরকাল তরে

মিশি, বাপ, তোমাদের দিব্য পিতৃসনে।

সুখে থাক ভাই দোঁহা। রাজদণ্ড ধরি

পালিবে আপন রাজ্য রাজ-সুনিয়মে

রক্ষি প্রজাগণে, বৎস, নিজ প্রজা সম।

চলিনু এখন আমি (গমনোদ্যতা)

দেবি ও সুরেন্দ্র। (সোৎকণ্ঠে) কোথা যাবে, মাতঃ।

অনাথ তনয়দ্বয়ে বিষাদ-সাগরে

নিক্ষেপি নিঠুর হৃদে ।

সন্ন্যা । আর নয় । ওই !

(আকাশে মেঘগর্জ্জন)

ওই দেখ, বাপধন, পিতা তোমাদের

সরোষে ভীষণ স্বনে দন্ত কড়মড়ি

বিভীষিকা ঘোরে ওই হেরি দিগ্দিকে ।

(যাই !— যাই !—আর নয় । (আকাশের দিকে

নাথ ! প্রাণেশ্বর !

যায়—যায়—দাসী তব, দেব ! তব পাশে

স্থান দিও [illegible] অভাগী দাসীরে ।

(ঘোর মেঘগর্জ্জন এবং চতুর্দ্দিক আলোকিত করণ

তৎসঙ্গে সন্ন্যাসিনীর অকস্মাৎ অন্তর্ধান ।)

দেবি ও সুরেন্দ্র । (শোককণ্ঠে)

কই ?—কই ?—কোথা ?—মাতঃ—মাতঃ ?

কোথা গেলে——

যবনিকাপতন ।

সমাপ্ত ।

[illegible] দ্বারা [illegible] প্রেসে মুদ্রিত ।